ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 October, 2023 ■ আগরতলা ২৮ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ১০ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এসো মা লক্ষ্মী ...

গাজায় মাটির তলায় চাপায় রয়েছে কয়েক হাজার দেহ ঃ দাবি হু'র

জেনেভা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষের জেরে গাজায় মাটির তলায় চাপা পড়ে রয়েছে কয়েক হাজার দেহ! এমনই দাবি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু'। প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষের। প্রথমে হামাস ইজরায়েলে রকেট ছুড়ে হামলা করে। পরে ইজরায়েলি সেনা পালটা আক্রমণ করে হামাসের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। এই পরিস্থিতিতে ঠিক কতজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন গাজায়? এবিষয়ে এখনও সঠিক তথ্য দেওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি 'হু'র। এক 'হু'-র কর্তা জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে যে তথ্য রয়েছে তা থেকে মনে করা হচ্ছে এখনও কয়েক হাজার দেহ রয়ে গিয়েছে মাটির তলায়। সেই হিসেব বাদ দিয়ে মৃতের সংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া যে কঠিন তা জানিয়েছেন তিনি। এদিকে শুক্রবার বিবৃতি জারি করে ইজরায়েলের সেনা জানায়, "মধ্য গাজার জঙ্গি ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে অভিযান চলেছে। প্রচুর ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে, সেই সঙ্গে হামাস জঙ্গিদেরও নিকেশ করা হয়েছে। তবে অভিযান সেরে ফের ইজরায়েলে ফিরে এসেছে বাহিনী।" অভিযানের নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বিভাগ। অন্যদিকে, হামাসের টানেলগুলোকে নিশানা করে নয়া রণকৌশল নিচ্ছে ইজরায়েল। গাজা সীমানায় ৮০ মিটার গভীরে প্রায় একশো কিলোমিটার লম্বা টানেল রয়েছে। সেই টানেল ব্যবহার করে তারা যেন ইজরায়েলে হামলা চালাতে না পারে, সেই জন্য নতুন কায়দায় আক্রমণের পরিকল্পনা চলছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বিপত্তি অল্পেতে রক্ষা পেল যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। বড়সড় বিপদের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছেন বিমানযাত্রীরা। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান এআই-৭৪৪ আজ সকালে আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার সময় প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পাইলট বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তড়িঘড়ি বিমান রানওয়ে থেকে ফিরিয়ে এনে বে-তে রেখে দেন এবং সমস্ত যাত্রীদের নিরাপদে নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এয়ার ইন্ডিয়ার জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, আগরতলা থেকে কলকাতাগামী বিমানে প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দেওয়ায় সমস্ত যাত্রীদের নামানো হয়েছে। তাঁদের অন্য বিমানে কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্যান্য দিনের মতোই আজ সকালে কলকাতা থেকে যাত্রী নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান আগরতলায় এসেছে। পুণরায় ওই বিমান যাত্রী নিয়ে কলকাতায় উড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান এআই-৭৪৪ রানওয়ে-তে যাওয়ার সময় বিমানের ধোঁয়া অন্বেষণ যন্ত্রটি বিপদ সংকেত দিতে শুরু করেছিল। পাইলট সমস্যা আঁচ করতে সঙ্গে সঙ্গে বিমান রানওয়ে থেকে ফিরিয়ে এনে বে-তে রেখে দেন এবং সমস্ত যাত্রীদের নিরাপদে নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ওই ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু, বিমান কর্মীদের তৎপরতায় তাঁরা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যান।

যতদূর জানা গেছে, ওই বিমানের হাইড্রোলিকে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অতিরিক্ত গরম হয়ে থাকার কারণে সামান্য ধোঁয়া বের হতে শুরু করেছিল। বিমানের ধোঁয়া অন্বেষণ যন্ত্র খুব দ্রুত তা শনাক্ত করতে সক্ষম হওয়ায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। বিমান যাত্রী, পাইলট এবং বিমান সেবিকা নিয়ে মোট ১৩২ জন ছিলেন ওই বিমানে।

এয়ার ইন্ডিয়ার জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিমানে তেমন মারাত্মক সমস্যা হয়নি। সামান্য প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। মাঝেমধ্যেই এমন সমস্যার সম্মুখীন হন তাঁরা। ফলে, তাতে চিন্তার কোন বিষয় নেই। সাথে তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের ৬ দিনের পুলিশ রিমান্ডে সৈকত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। সৈকত তলাপাত্রকে ফের ৬ দিনের পুলিশ রিমান্ড দিল আদালত। অন্য চারটি মামলায় ২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে গ্রেপ্তার হওয়া সৈকত তলাপাত্রের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একাধিক মামলা রজু করা হয়েছে। শুক্রবার সৈকত তলাপাত্রকে ৫ টি মামলায় ফের আদালতে তোলা হয়। এর মধ্যে তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ- এর একটি মামলায় পুলিশের তরফে ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়। পশ্চিম জেলার স্পেশাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ অক্টোবর।। রাজ্যের ২০ তম রাজ্যপাল হিসাবে শপথ নিয়েছেন ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। শপথ নেবার পরের দিনই অর্থাৎ শুক্রবার স্বপরিবারে ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠস্থান মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে মায়ের দর্শনে যান।মন্দিরে আসা মাত্র তাকে স্বাগত জানান গোমতী জেলার জেলা শাসক তড়িৎ কুমার চাকমা। উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাটক সহ মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে মায়ের মন্দির ও শিব মন্দিরে পূজা দিয়েছেন রাজ্যপাল। মঙ্গল কামনা করেন রাজ্যবাসীর। পূজা শেষে রাজ্যপাল কল্যানসাগর দীঘিও দর্শন করেন এদিন।

কিং কোবরা উদ্ধার ঃ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ অক্টোবর।। জনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে উদ্ধার কিং কোবরা সাপকে ঘিরে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে গোটা এলাকায়। উওর জেলার শনিছড়া এলাকায় একটি বাড়ি থেকে একটি বিরল প্রজাতির প্রায় আট ফুট লম্বা কিং কোবরা সাপ উদ্ধার করে পানিসাগর মহকুমার জুরি ফরেস্ট প্রটেকশন ইউনিট এর বনকর্মীরা। জানা গেছে বিরল প্রজাতির সাপটি দেখতে পেয়ে প্রথমে খবর দেওয়া হয় শনিছড়া ফরেস্ট বিট অফিসে। শনিছড়া বিট অফিসে সাপ উদ্ধারের সুবন্দোবস্ত না থাকাতে খবর পাঠানো হয় পানিসাগর জুরিস্থিত ফরেস্ট ইউনিটে। জুরি ফরেস্ট কর্মীরা ছুটে গিয়ে কদমতলা থেকে স্নেক্স সেভার কাজল নাথকে দিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে রৌয়া অভয়ারণ্যে। জনবহুল এলাকায় বিরল প্রজাতির কিং কোবরা সাপ উদ্ধারে গোটা শনিছড়া এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। জঙ্গল এলাকা দিনে দিনে সংকীর্ণ হয়ে আসায় বন্য বিষধর প্রজাতিরা জন মানব পূর্ণ এলাকায় এসে ভিড় জমাতে শুরু করেছে।

রোজগার মেলায় ৫১ হাজার নিয়োগ পত্র বিতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি: ২৭ অক্টোবর: আগামী ২৮ অক্টোবর ২০২৩ দুপুর একটায় ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের একান্ন হাজারেরও বেশী চাকুরীর নিয়োগ পত্র বিতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নতুন নিয়োগকারীদের সম্বোধনও করবেন। সারা ভারতে ৩৭ টি জায়গায় রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এই নিয়োগগুলি হবে, পাশাপাশি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিও এই উদ্যোগকে সমর্থন করেছে। সারা দেশ থেকে নির্বাচিত নতুন নিয়োগ কারীরা রেল মন্ত্রণালয়, ডাক বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক রাজস্ব বিভাগ, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ সহ বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে যোগদান করবেন।

ভারতবর্ষে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে আরও একটি পদক্ষেপ। রোজগার মেলা আরো বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে এবং তরুণদের ক্ষমতায়ন ও জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য অর্থবহ সুযোগ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা আই-গোট (জ্ঞওঞ্জ) কর্মযোগী পোর্টালের অনলাইন মডিউল কর্মযোগী প্রারম্ভ এর মাধ্যমে নিজেদের প্রশিক্ষণের সুযোগও পাচ্ছেন যেখানে "যেকোনো জায়গায় যেকোনো ডিভাইস" কে শেখার পদ্ধতির জন্য ৭৫০ টিরও বেশি ই- লার্নিং কোর্স উপলব্ধ করা হয়েছে।

অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সচিব রূপকের বাড়িতে পুলিশি হানা

গ্রেপ্তারের দাবি খেলোয়াড়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। নাবালক খেলোয়াড়কে খেলার জন্য বহিঃরাজ্যে নিয়ে গিয়ে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সচিব রূপক দেবরায়ের বিরুদ্ধে। এমনকি তাকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারেরও অভিযোগ রয়েছে। অন্যান্য খেলোয়াড়রাও তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছে ইতিমধ্যেই। বহিরাজ্যে নিয়ে গিয়ে নাবালক খেলোয়াড়কে হয়রানির অভিযোগে আজ সচিবের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায় খেলোয়াড়রা। থানায় লিখিত অভিযোগও জানানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সচিব রূপক দেবরায়ের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। অবিলম্বে এসোসিয়েশনের সচিবকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে খেলোয়াড়রা এদিন। পুলিশ জানিয়েছেন, তল্লাশিতে রূপক দেবরায়কে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। তার স্ত্রী জানিয়েছেন তিনি রাজ্যে নেই। তবে অভিযোগমূলে তদন্ত অব্যাহত রেখে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সচিব রূপক দেবরায়ের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দিন ধরেই রাজ্যের খেলোয়াড়দের থেকে অভিযোগ উঠে আসছিল বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার জন্য। তবে বর্তমানে আরও গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে সচিবের বিরুদ্ধে। বিস্তারিত বলতে গিয়ে এসোসিয়েশনের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, রাজ্যের ধুমাছড়া এলাকার খেলোয়াড় সাগর দেববর্মা(১৬)-কে অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সচিব রূপক দেবরায় ১৩ হাজার টাকা নিয়ে চেন্নাইয়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

আজ কোজাগরি লক্ষ্মী পূজা। এই উপলক্ষ্যে জাগরণ পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। ২৮ অক্টোবর তাই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

কর্মাধ্যক্ষ
জাগরণ

অটো-বাস সংঘর্ষে আহত তিন জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ অক্টোবর।। যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিনজন। শুক্রবার দুপুরে বিশালগড় ২ নং গেইট সংলগ্ন জাতীয় সড়কে অটো ও বাসের গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন ব্যক্তি।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শুক্রবার দুপুরে বিশালগড় ২ নং গেইট সংলগ্ন জাতীয় সড়কে টিআর০৭-কে-২১২৪ নম্বরের অটো গাড়ি এবং টিআর০১-বি-১৪০২ নম্বরের বাস গাড়িকে পিছন দিক থেকে সজোরে ধাক্কা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

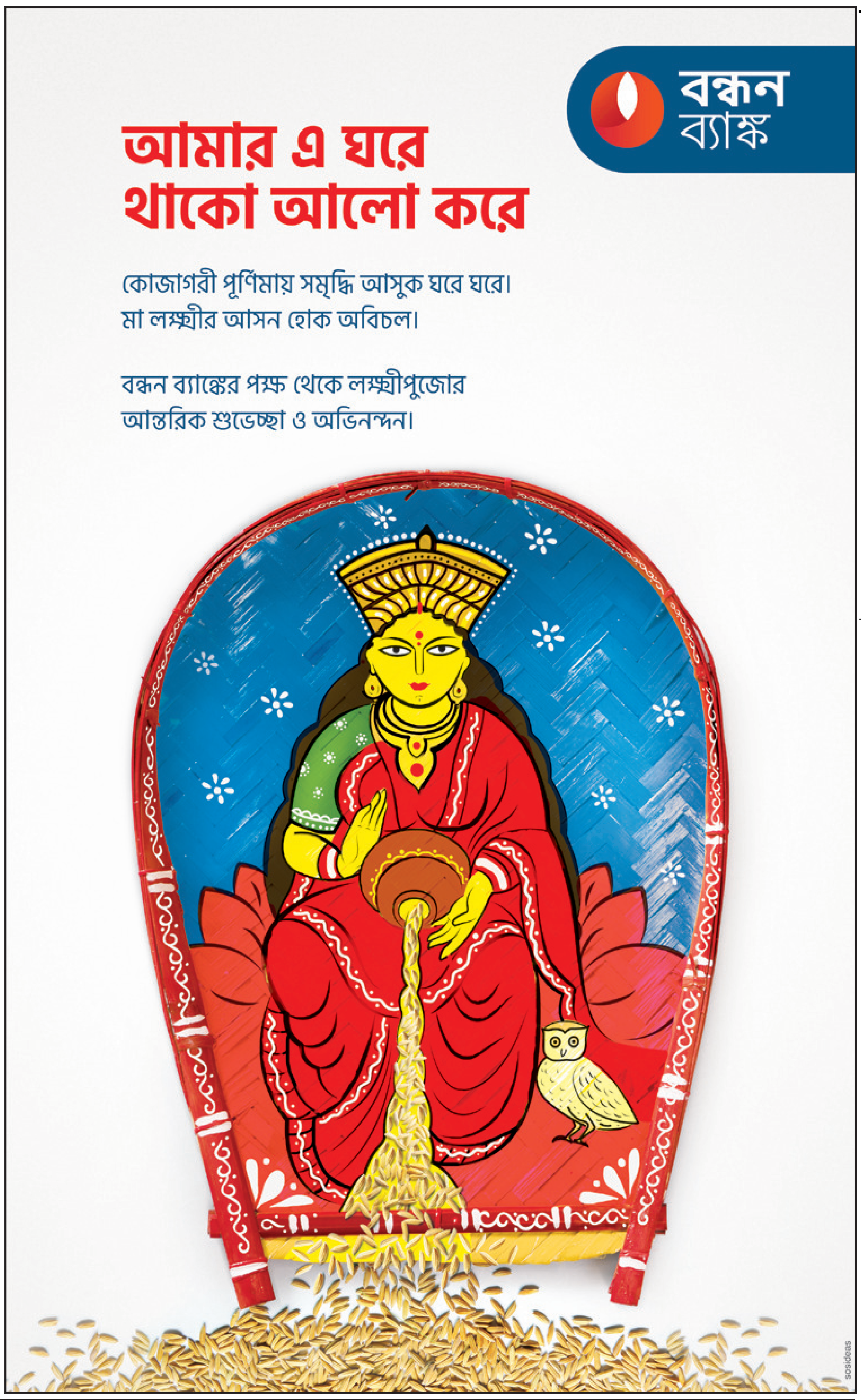

বিশালগড়ে প্রথম বারের মতো কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ অক্টোবর।। বিশালগড়ে এই প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় কার্নিভাল। সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে মহকুমা প্রশাসন এবং বিশালগড় পুর পরিষদের সহযোগিতায় স্থানীয় সংস্কৃতিপ্রেমী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সফলভাবে সম্পন্ন হয় কার্নিভাল 'মায়ের বিদায় ' বিশালগড়ের বনেদি ক্লাবগুলো প্রতিবছর নানা থিমে দেবী দুর্গা বন্দনায় ব্রতী হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পূজার চারদিন জনজোয়ারে ভাসে গোটা বিশালগড়। কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আরক্ষা প্রশাসনের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

বিশেষ করে স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেব বিনিদ্র রাত জেগে ঘুরেছেন মন্ডপে মন্ডপে। দশমীতে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। কিন্তু এবারের মায়ের বিসর্জন পর্ব সম্পন্ন হয় ভিন্ন আঙ্গিকে। বিধায়ক সুশান্ত দেবের অনুপ্রেরণায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় কার্নিভাল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশালগড় ব্রিজ চৌমুহনীতে কার্নিভালের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অন্তরা দেব সরকার, কিশোর বর্মন, বিন্দু দেবনাথ, তফাজ্জল হোসেন, সমাজসেবক গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের শিল্পীরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। স্থানীয় শিল্পীদের দলগত নৃত্যে উদ্বোধনী পর্ব জমজমাট হয়ে ওঠে। চারদিকে থেকে ভিড় করেন অগুনতি মানুষ। কার্নিভালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা □ বর্ষ-৭০ □ সংখ্যা ২৩ □ ২৮ অক্টোবর ২০২৩ইং □ ১০ কার্তিক □ শনিবার □ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

এসো গো মা লক্ষ্মী

হিন্দু বাঙ্গালীদের ১২ মাসের তেরো প্রজার অন্যতম পূজা হলো কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা। লক্ষী পূজাকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে চলছে জোর প্রস্তুতি। ধনী গরিব নির্বিশেষে সকলেই সাধ্যমত দেবী লক্ষীর আরাধনায় প্রস্তুত। পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়। ধন, যশ, খ্যাতি, সুস্বাস্থ্যের জন্য দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতিয়া ওঠে গ্রাম ত্রিপুরার প্রতিটা পরিবার।সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির জন্য লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করা হইয়া থাকে। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন ঘরে ঘরে পূজিত হন তিনি।বিজয়া দশমী কাটিয়া গেলেও পুজোর রেশ যেন কাটিতেই চায় না। তবে ঘরের মেয়ে উমার বিদায়ের পর পরই ঘর আলো করিয়া প্রবেশ করেন দেবী লক্ষ্মী । লক্ষ্মী হইলেন ধনসম্পদ, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী। দুর্গাপুজোর পর পূর্ণিমা তিথিতে যে লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়, তাহাকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো বলা হয়।তাঁহার অপর নাম মহালক্ষ্মী। আর তাঁর বাহন হইল পেঁচা। গ্রাম ত্রিপুরার ঘরে ঘরে এদিন লক্ষ্মীর পুজো করা হয়। মনে করা হয়. কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীকে পুজো করিয়া ঘরে আনিলে গৃহে ধন-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, সৌভাগ্য ফিরিয়া আসে ও ভক্তদের অপার আশীর্বাদ প্রদান করেন। প্রতি বৃহস্পতিবারই বাঙালির ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপুজো করা হয়। তবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর গুরুত্ব একটু আলাদা। এদিনের মাহাত্ম্য ও ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে বহু বছর ধরিয়া।মাটির মূর্তি বানাইয়া লক্ষ্মীর পুজো করেন অনেকে। সারাদিন উপবাস রাখিয়া সন্ধ্যার সময় দেবী লক্ষ্মীর পুজো করার নিয়ম। পুজো শেষে নিয়ম অনুসারে বাড়ির মহিলারার লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ করেন। তারপর প্রসাদ বিলি করিয়া ও প্রসাদ খাইয়া উপবাস ভঙ্গ করেন।লক্ষ্মী ধনসম্পদ, আধ্যাত্মিক সম্পদ, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী। তিনি বিষ্ণুর পত্নী। তাহার অপর নাম মহালক্ষ্মী।ইনি স্বত্ত্ব গুনময়ী।লক্ষ্মীর বাহনের নাম পেঁচা। তাছাড়া লক্ষ্মী ছয়টি বিশেষ গুণের দেবী। তিনি বিষ্ণুর শক্তিরও উৎস। বিষ্ণু রাম ও কৃষ্ণ রূপে অবতার গ্রহণ করিলে, লক্ষ্মী সীতা,রাধা,রুক্মিণী, সত্যভামা রূপে তাঁহাদের সঙ্গিনী হন।কোজাগরী পূর্ণিমার আর এক নাম শরদ পূর্ণিমা। মা দুর্গা এক বছরের জন্য ধরাধাম থেকে বিদায় নেওয়ার পরেই, বিরহের সেই সুর মনে ধরিয়াই বাঙালি মাতিয়া ওঠে লক্ষীপুজোর আয়োজনে। প্রায় সব বাঙালি ঘরেই লক্ষীদেবীর আরাধনা করা হয়।হিন্দু শাস্ত্র মতে এই দিন লক্ষ্মী দেবীর জন্মদিন। তাই মান্যতা আছে যে, কোজাগরী পূর্ণিমার দিন তিনি পুজোর আসনে অধিষ্ঠান করেন, এবং যাহারা এই দিন তাঁহার অর্চনা করেন, তাহাদের তিনি ধন-বৈভবে ভরাইয়া দেন।বলা হয়, তাঁহার আরাধনা করিলে দরিদ্রতা দূর হয়, সংসার অর্থ-বৈভবে ছাপাইয়া পড়ে।প্রসঙ্গত, শরদ পূর্ণিমার দিন বাল্মীকি পালন করা হয়। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে কোজাগরী পূর্ণিমার বিশেষ গুরুত্ব আছে। মান্যতা আছে, এই দিন রাতে ধনের দেবী লক্ষ্মী রাতে আকাশে বিচরণ করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, """"কো জাগ্রতি""""। সংস্কৃত এই শব্দের অর্থ হইল, """"কে জেগে আছে?"""" কথায় বলে যে লক্ষ্মী পুজোর দিন সারা রাত জাগিয়া কাটায়, সে লক্ষ্মীদেবীর বিশেষ উপহার লাভ করে। প্রসঙ্গত, মান্যতা আছে এই দিনটা লক্ষ্মী দেবীর জন্মদিন, তাই এই দিন তাঁর পুজো করা হয়। কথায় বলে, ওনার আরাধনা করলে সমস্ত দুঃখ, কষ্ট দূর হয় এবং ঘর-গৃহস্থালি সুখ-সম্পন্নতায় ভরিয়া ওঠে।

আজ যে মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে বাবর-মার্কব্যামরা

চেন্নাই, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): চিপকে পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে দুই দলের ক্রিকেটাররা যে সকল রেকর্ড গড়তে পারেন।

বাবর আজম: আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেটে ৫০টি ক্যাচের রেকর্ড গড়তে হলে বাবর আজমকে নিতে হবে ২টি ক্যাচ।

শাহিন শাহ আফ্রিদি: একদিনের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ৫০তম ম্যাচে নামতে চলেছেন শাহিন আফ্রিদি। একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে উইকেটের সেঞ্চুরি করার জন্য শাহিনের চাই আর ৪টি উইকেট।

মহম্মদ রিজওয়ান: উইকেট কিপার ব্যাটার মহম্মদ রিজওয়ানের আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেটে ২ হাজার রান পূর্ণ করার জন্য চাই আর মাত্র ৫ রান।

হ্যারিস রউফ: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটে ১৫০টি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়তে হলে হ্যারিস রউফকে নিতে হবে আর ৫টি উইকেট।

এইডেন মার্কব্যাম: দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ক্রিকেটার এইডেন মার্কব্যামের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছক্কার সেঞ্চুরি পূর্ণ করার জন্য চাই আর ২টি উইকেট। এবং ওডিআইতে ছক্কার হাফ সেঞ্চুরির জন্য এইডেনের ব্যাটে চাই আর ৬টি ছয়। রসি ভ্যান ডার ডুসেন: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪ হাজার রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করার জন্য রসি ভ্যান ডার ডুসেনের আর চাই ১১ রান।

মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি উন্মোচনে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার

সরহসা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার শুক্রবার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি উন্মোচন করলেন।

শুক্রবার বিহার জেলার সাত্তার কাটাইয়া ব্লকের পাঁচগাছিয়া গ্রামে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী রাম বাহাদুর সিং এবং পদ্মানন্দ সিং ব্রহ্মচারীর মূর্তি উন্মোচন করেন নীতীশ কুমার। এই উপলক্ষে ভগবতী স্থান প্রাঙ্গণে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সভারও আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, জাতীয় সভাপতি লালন সিং, তফসিলি উপজাতি মন্ত্রী রত্নেশ সাদা, বিধায়ক গুঞ্জেশ্বর সাহ প্রমুখ। প্রাক্তন সংসদ সদস্য আনন্দ মোহন উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানান এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানান। প্রাক্তন সংসদ সদস্য আনন্দ মোহন বলেন, পাঁচগাছিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের শক্ত ঘাঁটি ছিল একসময়। রাম বাহাদুর সিং সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ভারতে তিনজন গান্ধী ছিলেন, একজন ছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, অন্যজন ছিলেন খান আবদুল গফফার খান সীমান্ত গান্ধী এবং প্রয়াত রাম বাহাদুর সিং। রাম বাহাদুর সিংকে কোসির গান্ধী বলা হতো। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে বাহাদুর সিং, রাওলাট আইনের বিরোধিতা করেন।

দক্ষিণ ভারতের ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা দক্ষিণ ভারতের পড়ুয়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শুক্রবার দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়ারা বিজেপির সদর দফতরে আসে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা তাদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। "বিজেপিকে জানুন" উদ্যোগের অধীনে জেপি নাড্ডা বিজেপির সদর দফতরে পড়ুয়াদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পড়ুয়াদের দলের সম্পর্কেও জানান নাড্ডা। তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু এবং কেরালার বিভিন্ন কলেজের ৭০ জন পড়ুয়া দিল্লিতে দুই দিনের সফরে এসেছেন। বৃহস্পতিবার পড়ুয়ারা নতুন সংসদ এবং ভারত মণ্ডপমও পরিদর্শন করে।

শিশিরঝরা শিউলি ফুলের দিন

ড় আবদুল আলীম তালুকদার

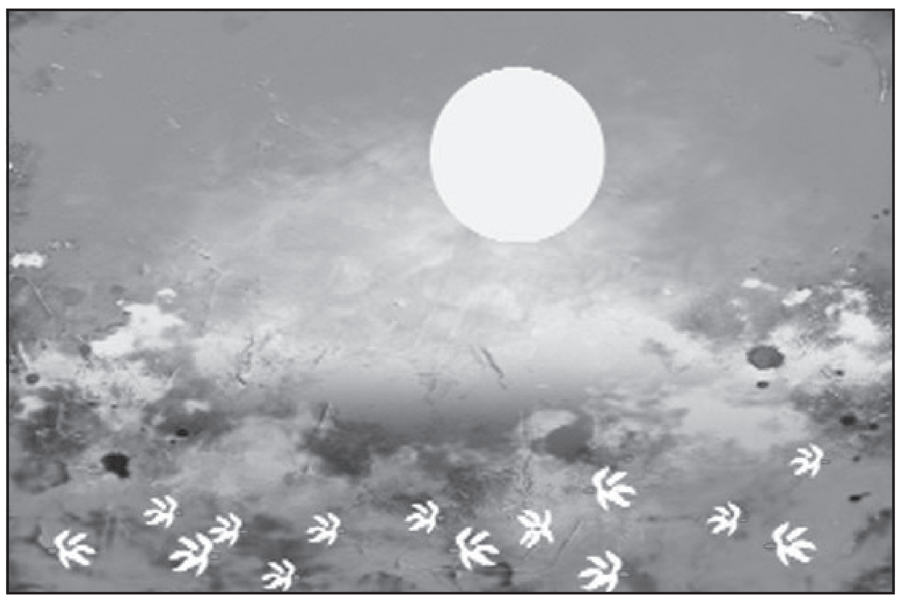

কালের ধারায় বিশ্বজগতে প্রাণের সজীবতা, রঙ, রূপ, রস ও স্নিগ্ধতা নিয়ে এসেছে ঋতুরানী শরৎ। শরৎ আমাদের মধ্যে বিভিন্ন উৎসবের আগমনী বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। বর্ষার ক্রমাগত বর্ষণ শেষে অশ্রুসজল বিদায়ে আগমন ঘটে শরতের। শরৎ হলো বর্ষার পরবর্তী ঋতু। বর্ষার অতিবর্ষণ ও অবিরাম মেঘমল্লারের ডামাডোল থেমে গিয়ে প্রকৃতিতে নেমে আসে শান্ত-সুনিবিড় মনোহারি পরিবেশ। আকাশে-বাতাসে দূর্বাঘাসে শরৎরানী তার স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দেয়। শরতের রূপবৈচিত্র্য নিঃ সন্দেহে উপমাহীন।

বাংলার কবি-সাহিত্যিক ও সুধিজনরা শরৎকালকে ঋতুর রানী বলে অভিহিত করেন। শরৎকালে প্রকৃতি হয় কোমল, শান্ত-স্নিগ্ধ ও উদার। শ্রাবণ শেষে বিরামহীন বাদলের সমাপ্তি ঘটলেই প্রকৃতি নতুনরূপে সজ্জিত হয়। এ সময় আকাশের বুকে ভেসে চলে সাদা-শুভ্র পেঁজা তুলোর মতো মেঘমালা। মাটিতে ও সবুজ ধানগাছের ডগায় রোদ আর ছায়ার লুকোচুরি খেলা দেখা যায়। মাঠে মাঠে সবুজ ধানগাছের চারা খুশিতে নেচে ওঠে। ঘাসে শিশির পড়ে। সূর্যের কিরণ হয় দীপ্তোজ্জ্বল আর বাতাস হয় অমলিন। ভাদ্রের ভোরের সূর্য মিষ্টি আলোর স্পর্শ দিয়ে প্রকৃতির কানে কানে ঘোষণা করে শরতের আগমনী বার্তা। তাই শরতের আগমনে বাংলার প্রকৃতি থাকে নির্মল ও স্নিগ্ধ। শরৎ মানেই ঝকঝকে গাঢ় নীলাকাশে শুভ্র মেঘের আনাগোনা। শরতের মতো গাঢ় নীল আকাশ আর কোনো ঋতুতেই দেখা যায় না। শোভা ছড়ানো পুষ্পবন আর শস্যের শ্যামলতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শরৎ। সোনা ঝরা রোদ্দুর, নদীর পাড়ে মৃদুমন্দ বাতাসে দোল খাওয়া সাদা সাদা কাশফুলের সমাহার, পাখ-পাখালির দল মহাকলরবে ডানা মেলে আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার প্রান্ত ছুঁয়ে মালা গেঁথে উড়ে চলা। ভোরবেলা শিউলি তলায় হালকা শিশিরে ভেজা দূর্বাঘাসের ওপর চাদরের মতো বিছানো থাকে সুমধুর ঘ্রাণ মেশানো রাশি রাশি শিউলিফুল। শরতের আগমনে বাংলার প্রকৃতি দোয়েল, কোয়েল, ময়না, টিয়ের মধুর গুঞ্জনধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

শরৎকালের রাতে জ্যোৎস্নার ঝলমলে আলো অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করে। আকাশটা ফকফকে জোছনায় ভরে যায়। মেঘমুক্ত আকাশে যেন জ্যোৎস্নার ফুল ঝরে। চাঁদের আলোর শুভ্রতায় যেন আকাশ থেকে কল্পকথার পরীরা ডানা মেলে নেমে আসে পৃথিবীতে। শরতের আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘের সাথে শৈশবের স্বপ্নেরা ঘুরে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায় লাটাই বাঁধা কাগজের তৈরি ছোট্ট ঘুড়িরা। শুভ্র মেঘরাশি চাঁদের জোছনায় কেমন দুধেলা হয়ে ওঠে। রাতের রূপালি আলোয় শরৎ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পৃথিবী। আনন্দে দোল খায় মন। কোনো মানুষই শরৎকালে প্রকৃতির রূপ-লাবণ্য দেখে মোহিত না হয়ে পারে না। তাই তো প্রকৃতির এমন রূপের বাহারে কবি-সাহিত্যিকের মনোজগৎও আনন্দের আতিসহ্যে উদ্বেলিত হয়ে পড়ে। তাদের কলমের ডগায় চলে আসে লেখনীর জোশ। যুগযুগ ধরে হাজারো কবি, মহাকবি, শিল্পী-সাহিত্যিক শরৎ নিয়ে রচনা করেছেন হাজারো পদাবলি। প্রকৃতির এই অনন্যসুলভ রূপসৌষ্ঠব জনমানুষের দোরগোড়ায় সঞ্চারিত করতে সৃষ্টি করেন নতুন নতুন সাহিত্যকর্ম।

শরৎ মানেই শিউলির মধুগন্ধ ভেসে বেড়ানোর দিন। শিউলির মতো চমৎকার এ ফুল নিয়ে দু'টি গ্রিক ও ভারতীয় উপকথা আছে। সুসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক উপন্যাসে শিউলির বিশাল বন ও তার তীব্র ঘ্রাণের কথা বলা হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, প্রকৃতিপ্রেমী কবি জীবনানন্দ দাশ- এরা সবাই বারবার শিউলির প্রশংসা করেছেন। তাই শরতের প্রশস্তি গেয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ। আদি সাহিত্য চর্যাপদের পদ অধীশ্বর থেকে শুরু করে এই আধুনিককালের নবীনতম কবির রচনায়ও শরৎকাল তার নান্দনিক ব্যঞ্জনা নিয়ে উদ্ভাসিত। বৈষ্ণব সাহিত্যের তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাদ্র মাসকে নিয়ে বৈষ্ণব পদাবলির এই গদ্যটি সম্ভবত বিদ্যাপতি রচিত রাধা বিরহের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শরৎ নিয়ে প্রচুর কবিতা-গান রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও সুবাসিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি/ছড়িয়ে গেল ছাড়িয়ে মোহন অঙ্গুলি। শরৎ তোমার শিশির-ধোয়া কুন্তলে/বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে। আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশির ভাগ রচনায় রয়েছে প্রকৃতির জয়গান। তিনি পদ্মায় নৌকা ভ্রমণকালে শরতের ময়ূরকণ্ঠী নীল নির্মল আকাশে শিমুল তুলার মতো শুভ্র মেঘেদের দল বেঁধে ছুটে বেড়ানো দেখে লিখেছিলেন- 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া/দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।'

শরৎ বন্দনায় এগিয়ে রয়েছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তার অসংখ্য গান ও কবিতায় শরতে বাংলার প্রকৃতির নিখুঁত আল্পনা এঁকেছেন। তার 'শিউলি ফুলের মালা দোলে শারদ রাতের বুকে ঐ', 'এসো শারদ প্রাতের পথিকসহ অনেক গানই শরৎ-প্রকৃতির লাবণ্যময় রূপ নিয়ে হাজির রয়েছে। শরতের অসম্ভব চিত্ররূপময়তা ফুটে উঠেছে এ সব রচনায়- 'এসো শারদ প্রাতের পথিক এসো শিউলি বিছানো পথে/এসো ধুইয়া চরণ শিশিরে এসো অরুণ-কিরণ রথে। দলি শাপলা শালুক শতদল এসো রাঙায়ে তোমার পদতল/নীল লাল ঝরায়ে ঢলঢল এসো অরণ্য পর্বতে।'

বাংলা সাহিত্য জগতে মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূত' কাব্যের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। মহাকবি কালিদাস শরৎ বন্দনায়ও ছিলেন অগ্রবর্তী। তিনি বলেন, 'প্রিয়তম আমার, ঐ চেয়ে দেখ, নববধূর ন্যায় সুসজ্জিত শরৎ কাল সমাগত।' কবি 'ঋতু সংহার' কাব্যে শরৎকাল বিষয়ে লিখেছেন- 'কাশ ফুলের মতো যার পরিধান, প্রফুল্ল পদ্মের মতো যার মুখ, উন্মত্ত হাঁসের ডাকের মতো রমণীয় যার নূপুরের শব্দ, পাকা শালি ধানের মতো সুন্দর যার ক্ষীণ দেহলতা, অপরূপ যার আকৃতি সেই নববধূর মতো শরৎকাল আসে।' কবি কল্পনায় শরতের সাথে প্রকৃতি ও নারীর এই উপমা দেখে বিস্মাভিভূত না হয়ে উপায় নেই।

শরতের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো- এ সময় মাঠজুড়ে থাকে সবুজ ধানের সমারোহ। ধানের কচিপাতায় জমা হওয়া শিশিরের ওপর প্রভাতের তরুণ আলো মুক্তার মতো দ্যুতি ছড়ায়। আমাদের দেশের কৃষকরা নবান্নের আশায় দিন গোনে। শরৎ বাংলার প্রকৃতিতে আসে শুভেচ্ছাস্মারক হিসেবে, নানামাত্রিক আনন্দের বারতা নিয়ে। কবি বিনয় মজুমদার শরতের একটি চিত্র এঁকেছেন, 'শরতের দ্বিপ্রহরে সুধীর-সমীর পরে জল-ঝরা শাদা শাদা মেঘ উড়ে যায়; ভাবি, এক দৃষ্টে চেয়ে, যদি ঊর্ধ্বপথ বেয়ে শুভ্র অনাসক্ত প্রাণ অভ্র ভেদি ধায়!'

তবে শরৎকে কবি রবীন্দ্রনাথ বরাবরই দেখেছেন শান্তি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধির ঋতু হিসেবে। তিনি বলেছেন, 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ শেফালি ফুলের মালা/নবীন ধানের মঞ্জুরি দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা

এসো হে শারদ লক্ষ্মী তোমার শুভ্র মেঘের রথে/এসো চির নির্মল নীল পথে।'

শরৎ মূলত শুভ্রতার প্রতীক। পবিত্রতার চিহ্ন। বর্ষাকালের লাগাতার বৃষ্টি প্রকৃতিকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেয়। শরৎ তাই একটু বেশি পূতঃপবিত্র অন্যান্য ঋতু থেকে। দেখলে মনে হয় ঝকঝকে ও তকতকে। সকালবেলা দূর্বাঘাসের ডগায় জমে বিশুদ্ধ শিশির জল। বাতাস হয়ে যায় দূষণহীন। চিত্তে বাজে আলাদা গন্ধ, ছন্দ ও রঙ। ব্যাকুল হয়ে যায় মন। স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে সেই কবিতা- 'শরৎ এসেছে'। তাই তো কবি উচ্চারণ করেছেন- আজি কি তোমার মধুর মুরতি/হেরিনু শারদ প্রভাতে,/হে মতবঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ/ঝলিছে অমল শোভাতে। পারে না বহিতে নদী জলধার/মাঠে মাঠে ধান ধরে না কো আর/ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল/তোমার কানন শোভাতে।

শরতের আগমন সম্পর্কে কবি বলেছেন- 'আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়/ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহগ বিহগী কী যে গায় গো/আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে, রহে না আবাসে মন হায়/কোন কুসুমের আশে কোন ফুলবাসে সুনীল আকাশে মন ধায় গো।'

দেবতার বিদায়

জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে: বলেন যে দেবতা, দয়া না দেখালে তিনি বিদায় নেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালি পড়ে আসছেন, এবং তার পর দশকের পর দশক ধরে পূজারাধনা কিংবা পুজোতবের নামে একই দয়াহীনতার প্রদর্শনী করে আসছেন। এ বছরও তার বহুবিধ দৃষ্টান্ত। বহু পুজো-কমিটির কার্যকলাপ পরিষ্কার করে দেয়, পুজোর কাজ যাঁরা করেন, প্যান্ডেল যাঁরা বাঁধেন, সেই সব শ্রমিকের প্রাণের মূল্য পুজো-মণ্ডপের তুলনায় কতটাই কম!

সেরা পুজোর পুরস্কার জেতার লোভে মণ্ডপ, প্রতিমা, প্রতিমার গয়না, এমনকি দর্শনার্থীদের বিমা করানোর ক্ষেত্রে বিমার অঙ্ক নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। অথচ, মণ্ডপ তৈরির কারিগর যাঁরা, সেই শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হয় না ন্যূনতম নিরাপত্তাটুকুও। তাঁদের জন্য বরাদ্দ হয় না কোনও বিমা। পুজো-কমিটির কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা প্রশ্ন করেন না, দুর্ঘটনার আশঙ্কায় যেখানে দর্শনার্থীদেরও বিমা করানো হচ্ছে, সেখানে প্রাণ হাতে নিয়ে কাজ করা শ্রমিকদের এই মানবিকতাটুকু কেন দেখাতে পারে না কমিটি? অন্য দিকে জানা যায়, শ্রমিকদের কাজে দুর্ঘটনার ঝুঁকি যে-হেতু বেশি, টাকাও দিতে হয় যখন-তখন, তাই বিমা সংস্থাগুলি নাকি এই বিষয়ে প্রচারবিমুখ। প্যান্ডেল থেকে বহুতল যে কোনও নির্মাণকাজে অবিচ্ছেদ্য এই শ্রমিকেরা। নির্মাণস্থলে বিপদ এড়াতে বেশ কিছু সতর্কতামূলক পদক্ষেপ অবশ্যকর্তব্য। যেমন, শ্রমিকদের সেফটি হেলমেট, সেলুলয়েড লেন্সের চশমা, চামড়া বা রবারের দস্তানার মতো ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম দেওয়া জরুরি। যাঁরা বহুতলে কাজ করেন, তাঁদের জন্য জরুরি সেফটি বেল্ট এবং নেট-এর মতো জিনিসপত্রেরও। শুধু তা-ই নয়, কোনও দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে যাতে সঙ্গে সঙ্গে চিকিতকের সাহায্য পাওয়া যায়, রাখার কথা তেমন ব্যবস্থাও। শ্রমিকের এ-হেন কল্যাণ ও নিরাপত্তার মান নির্ধারণ করে সরকারই। নিয়োগকর্তা তা অনুসরণ করেন যখন নজরদারি কড়া হয়, অন্যথায় তা এড়িয়ে চলেন। যে দেশে শ্রমিকের অভাব নেই, সেখানে প্রাণের ঝুঁকি না নিলে কাজও জোটে না। সম্প্রতি ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয় এক শ্রমিকের। সুরক্ষা-সরঞ্জামের অভাবেই ঘটেছে এই কাণ্ড, অভিযোগ। শ্রমিকমৃত্যুর দায়ে অভিযুক্ত সংস্থা বা ঠিকাদারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে এমনটা অবশ্য কোনও বছর দেখা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ থেকেও বঞ্চিত হয় মৃতের পরিবার।

শ্রম বিধি (২০২১) আইনের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি "পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য" শিরোনামে উল্লেখ করা আছে। সেখানে চুক্তি- শ্রমিকদের স্থায়ী- শ্রমিকদের সঙ্গে বেতন বৈষম্য না থাকা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত না হওয়ার কথাও উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ পালিত হয় না। শ্রম আইন লঙ্ঘিত হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার কথা সরকারেরই। বিমার ব্যবস্থা নিশ্চিত হচ্ছে কি না, সেটা দেখার কথাও প্রশাসনের। রুজি-রুটির খোঁজে আসা এই শ্রমজীবী মানুষগুলির যে অন্তত বেঁচে থাকার অধিকারটুকু আছে, দেবীর পুজোয় যে মানবপ্রাণ মূল্যহীন হওয়া উচিত নয় তা গণতান্ত্রিক সরকার বুঝবে না, গণতন্ত্রের নাগরিক তো নয়ই।

বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের শতভাগ নোবেলজয়ী ক্লাস

মুহাম্মদ আহসান নাহিয়ান

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন জ্যোতিঃপদার্থবিদ সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর। নামটা হয়তো শুনেছেন অনেকেই। তাঁর আবিষ্কৃত চন্দ্রশেখর সীমার কথাও হয়তো শুনেছেন। এই সীমার চেয়ে বেশি ভরের নক্ষত্ররা পরিণত হয় ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরে। নক্ষত্রের বিবর্তন ও জীবনচক্র নিয়ে গবেষণার জন্য ১৯৮৩ সালে মার্কিন পদার্থবিদ উইলিয়াম আলফ্রেড ফাউলারের সঙ্গে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। বিখ্যাত এই বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু টুকরো গল্প শোনাতে চাই এ লেখায়।

১৯৩০ সালের ঘটনা। চন্দ্রশেখর তখন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর শিক্ষক। ঠিক করেছেন অ্যাস্ট্রোফিজিকস, মানে জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার ওপর একটা কোর্স নেবেন। পছন্দের বিষয়ে নিজেকে উজাড় করে দিতে বরাবরই ভালবাসতেন মানুষটি। শিক্ষার্থীদের সেসব বিষয় শেখাতেও তাঁর আগ্রহে কমতি ছিল না। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার হলো, কোর্সটা নিতে হবে ইউনিভার্সিটি থেকে ৮০ মাইল দূরের এক অবজার্ভেটরি বা মানমন্দিরে। এত দূরে গিয়ে ক্লাস করা ও ক্লাস নেওয়াদুটোই বিশাল ঝকমারির ব্যাপার! কিন্তু চন্দ্রশেখর তাতে দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার কোর্স তিনি শুরু করবেনই করবেন।

সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা চলত কার কোর্সে কত বেশি শিক্ষার্থী, তা নিয়ে। যে অধ্যাপকের কোর্সে বেশি শিক্ষার্থী নিবন্ধন করতেন, তাঁদের জন্য সেটা ছিল বেশ গর্বের ব্যাপার। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোর্স বেছে নিতে পারেন। স্বাভাবিকভাবে যে শিক্ষকেরা তুলনামূলক বেশি জনপ্রিয়, তাঁদের কোর্সে বেশি শিক্ষার্থী হতো। এই জনপ্রিয়তা উপভোগ করতেন অনেক শিক্ষক। আর সে জন্য সবাই চাইতেন যেন তাঁদের কোর্সে বেশি শিক্ষার্থী নিবন্ধন করে। দুঃখজনকভাবে চন্দ্রশেখরের সেই কোর্সে নিবন্ধন করে মাত্র দুজন ছাত্র! দুজনেই চৈনিকইয়াং ঝেনিং এবং ঝাং-দাও লি। চন্দ্রশেখরের সেই কোর্স নিয়ে হাসি-তামাশা শুরু হয়ে গেল। অনেকেই ভাবলেন, মাত্র দুজন নিয়ে তো আর কোনো কোর্স চলতে পারে না। চন্দ্রশেখর নিশ্চয়ই এবার এই কোর্স বাতিল করে অন্য কাজে মন দেবেন। মাত্র দুজন ছাত্রের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবজার্ভেটরিতে যাওয়া-আসা করাও চাট্টিখানি কথা নয়! সে একেবারে পাক্কা ১৬০ মাইলের ধাক্কা! চন্দ্রশেখর নিশ্চয় এত বোকা নন যে শুধু দুজনের জন্য এত ঝক্কি কাঁধে নেবেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে চন্দ্রশেখর সেই কোর্স চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন!

জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা চন্দ্রশেখরের ভালোবাসার জায়গা। অ্যাস্ট্রোফিজিকস শেখা, পড়া বা পড়ানো কিংবা গবেষণা করতে গিয়ে নানা বিষয়ের গভীরে ঢুকে যাওয়ার সুযোগ হেলায় হারাতে চাওয়ার পাত্র তিনি নন। নির্দ্বিধায় দুজনকে নিয়ে কোর্স চালিয়ে গেলেন এই বিজ্ঞানী। কিছুদিন পর দেখা গেল, জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার নেশায় বুঁদ তিন ছাত্র-শিক্ষক একসঙ্গে ৮০ মাইল পাড়ি দিয়ে একবার যাচ্ছেন, আবার ফিরছেন দিনশেষে।

ক্লাসের জনসংখ্যা এত কম বলেই কিনা, তাঁদের তিনজনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল। কিংবা হতে পারে, নিজেদের কাজের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার জন্যই হয়তো একে অন্যকে এত সম্মান করতেন। কেবল ক্লাসের জন্য এত এত মাইল যাঁরা নিয়মিত পাড়ি দিচ্ছেন, তাঁদের কর্মনিষ্ঠার তীব্রতা সহজে অনুমেয়।

অ্যাস্ট্রোফিজিকস নিয়ে ক্লাস চলল, গভীর জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করলেন তিন বিজ্ঞান অভিযাত্রী। যত দিন গড়াতে লাগল, তাঁদের কর্মস্পৃহা বাড়তে লাগল আরও

অ্যাস্ট্রোফিজিকস নিয়ে ক্লাস চলল, গভীর জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করলেন তিন বিজ্ঞান অভিযাত্রী। যত দিন গড়াতে লাগল, তাঁদের কর্মস্পৃহা বাড়তে লাগল আরও। নতুন নতুন নানা বিষয়ে তাঁরা বিচরণ করতে লাগলেন। ঝেনিং ও ঝাং-দাও কাজ শুরু করলেন দুর্বল বল বা দুর্বল মিথস্ক্রিয়ায় 'প্যারিটি' যে সংরক্ষণশীল নয়, সে বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এটি দুর্বল বলের অনন্য চিহ্ন। মহাবিশ্বের চারটি মৌলিক বলের একটি এই দুর্বল বল। একে উইক নিউক্লিয়ার ফোর্সও বলা হয়। খুব জটিলতায় না গিয়ে বলা চলে, বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ে নতুন চিন্তাধারা তৈরি হয় তাঁদের কাজের ফলে। আগে কেউ এই বিষয়ে এভাবে ভাবতে পর্যন্ত পারেননি।

ঠিক এ কারণে কয়েক বছর পর এভাবে চলার পর দুজনেই নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেলেন! ১৯৫৭ সালে ইয়াং ঝেনিং এবং ঝাং-দাও লিকে দুর্বল বল নিয়ে কাজের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। আরও প্রায় ২৬ বছর পর, ১৯৮৩ সালে চন্দ্রশেখর নিজেও নোবেল পুরস্কার পান। এ কথা অবশ্য আগেই বলেছি। হইচই পড়ে যায় পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেবল সেই বিশ্ববিদ্যালয় কেন, গোটা বিশ্বেই তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সেই ক্লাস! হবে নাই-বা কেন? একটা ক্লাসের শতভাগ মানুষ নোবেল বিজয়ী, ভাবা যায়! কে কী বলল বা কোন কথায় অপমান করা হলো, সে সব নিয়ে চন্দ্রশেখর বা তাঁর শিক্ষার্থীরা মাথা ঘামাননি। তিনজনের ক্লাস নিয়ে অনেকে কটু কথা বললেও তিনজনই নিজেদের কাজ করে গেছেন নিজেদের মতো করে। ভালোবেসেছেন নিজেদের কাজকে এবং সে হিসেবেই পরিশ্রম করেছেন।

এখানে একটা বিষয় আলাদা করে বলতে চাই। যখনই কেউ নতুন কিছু করার চেষ্টা করেন, স্বাভাবিকভাবে সবাই সেটার গুরুত্ব বুঝতে পারেন না। নতুন কিছু নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইলে যেমন সহজে সেই বিষয়ে পারদর্শী কাউকে পাওয়া যায় না, তেমনি নতুন কোনো ভালো উদ্যোগ নিলেও প্রায়ই দেখা যায়, বেশি মানুষ এতে আগ্রহী হন না। চন্দ্রশেখরের এই গল্প যেন আমাদের সেই কঠিন মুহূর্তগুলোতে আশার আলো হয়ে পথ দেখায়। বুঝতে শেখায়, সবসময় পরিমাণ নয়, গুণমান বা কোয়ালিটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই গল্প যুগে যুগে বহু বিজ্ঞানী ও গবেষককে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁদের মতো আমরাও যদি এই অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারি, হয়তো এই শিক্ষা আমাদেরও এগিয়ে নেবে আরও কয়েক আলোকবর্ষ!

ক্লাসের জনসংখ্যা এত কম বলেই কিনা, তাঁদের তিনজনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল। কিংবা হতে পারে, নিজেদের কাজের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার জন্যই হয়তো একে অন্যকে এত সম্মান করতেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাসায়নিক সারের কালোবাজারিতে নজরদারি নেই

কৃত্রিম সঙ্কট তৈরী করছে রাজ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার

দুর্গাপুর, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : " রাজ্যের নজরদারি নেই। কৃত্রিম সঙ্কট তৈরী করেছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। যার ফলে মাথায় হাত পড়েছে চাষীদের। রমরমিয়ে চলছে রাসায়নিক সারের কালোবাজারি। রাসায়নিক সার সঙ্কটে রাজ্যের উদাসীনতাকেই দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী (রাষ্ট্র) সুভাষ সরকার।

প্রসঙ্গত, রাসায়নিক সার সঙ্কটে রাজ্যের আলু চাষীরা। পিছন দরাজায় চলছে অবাধে কালোবাজারি। চড়া দামে বিকোচ্ছে রাসায়নিক সার। আবার কোথাও চরম সঙ্কট ভারত এনপিকে ১০:২৬:২৬ রাসায়নিক সার। জমি তৈরী করেও আলু বীজ বসাতে বিপাকে পড়েছে রাজ্যের চাষীরা। শীতকালীন চাষের শুরুতেই মাথায় হাত পড়েছে চাষীদের। কালোবাজারি রুখতে রাজ্যের ব্যার্থতাকে দায়ী করেছে বিজেপি ও কৃষক সভা। দুই বর্ধমানের দামোদর ও অজয় নদ তীরবর্তী মানাচর অন্যতম চাষাবাদ। একই সঙ্গে বাঁকুড়ার জেলার একপ্রকার অর্থনীতির অন্যতম উৎস চাষাবাদ। বর্তমান সময়ে যেকোন চাষে রাসায়নিক সারের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। ধান, গম সরষে থেকে শুরু করে আলু, পেয়াঁজ শীতকালীন সবরকম সব্জি চাষে রাসায়নিক ব্যাবহার অবশ্যম্ভাবী। গত কয়েক বছর দফায় দফায় ঘুর্নিঝড় ও প্রাকৃতিক দুযোগে চাষে প্রচুর লোকসান হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের। তাই চলতি বছর শীতকালীন মুনাফার আশায় কোমর বেঁধে আলু চাষে নেমেছে চাষীরা। মরশুমের শুরুতেই মুলত আলু চাষ হয়। অক্টোবরের শেষ ও নভেম্বর গোড়া থেকে অনুকুল আবহাওয়ায় হাসি ফুটেছিল চাষীদের। মুনাফার আশায় আলু চাষের জমি তৈরীও করে। সেই মতো অনেক চাষী আগাম বীজও কিনে নেয়। এপর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু, ভাল ফলনের জন্য আলু বীজ বসানোর সময় জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। মুলত ভারত এনপিকে ১০:২৬:২৬ র মতো রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে চাষীরা। যদিও ভারত এনপিকে ১০:২৬:২৬ বেশী ব্যাবহার করা হয়। তাই ওই সারের চাহিদা প্রচুর। আর ওই রাসায়নিক সার কিনতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ চাষীদের। সমবায়ে সার নেই। খোলাবাজারের সারের দোকানের সদর দরজায় সার অমিল। পিছনের দরজায় চড়া দামে দেদার বিকোচ্ছে ভারত এনপিকে ১০:২৬:২৬ মতো রাসায়নিক সার। আবার কোথাও ম্যান ম্যাড সঙ্কট তৈরী করা হচ্ছে। রাজ্যের পুর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর সহ বিস্তীর্ণ অংশে আলু লাগানোর মরশুমে রাসায়নিক সারের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ, রাসায়নিক সারের সঙ্কট "ম্যানমেড"। পিছনের দরজায় অবাধে চড়া দামে বিকোচ্ছে রাসায়নিক সার। রমরমিয়ে 'কালোবাজারি' চলছে বলে অভিযোগ। যেখানে ভারত এনপিকে ১০:২৬:২৬ মুদ্রিত দাম ১৪৭০ টাকা সেখানে তা বিক্রি হচ্ছে ১৮৫০ থেকে ২০০০ টাকায়। অতিরিক্ত দাম নিলেও কোন 'রসিদ' দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। আলু লাগানোর মরশুম, তাই বাধ্য হয়েই কৃষিজীবি মানুষ ওই অতিরিক্ত দাম দিয়েই ওই রাসায়নিক সার কিনতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন দামোদর তীরবর্তী বাঁকুড়া মানাচরের চাষীদের।

তাদের অভিযোগ,' ভালো ফলনের জন্য আলু বীজ বসানোর আগে ভারত এনপিকে ১০:২৬:২৬ সার দেওয়া আবশ্যিক। কিন্তু, গুরুত্বপুর্ন ওই রাসায়নিক সারের কৃত্রিম সঙ্কট দেখাচ্ছে সার ব্যাবসায়ীরা। আবার একটু বেশী দাম দিলেই পিছনের দরজায় পর্যাপ্ত মিলছে ওই সার।' আর এই সার সঙ্কটে মাথায় হাত চাষীদের। তাই নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে। তবে রাজ্যের ব্যার্থতা ও নজরদারিকে দুষছে বামফ্রন্ট ও বিজেপি। সিপিএমের কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার বলেন,' বামফ্রন্টের সময় সমবায় মাধ্যমে রাসায়নিক সার বিক্রি হত। গরিব মানুষ ঋণ পেত। এখনকার সরকার সেসব সমবায় ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। সমবায়ের বদলে ব্যাবসায়ীদের মাধ্যমে সার বিক্রি হচ্ছে। ম্যানম্যড কৃত্রিম সঙ্কট তৈরী করা হয়েছে। তার জেরে কালোবাজারি বাড়ছে। গতবছর ভেজাল রাসায়নিক সার দিয়েছে। চাষজমিতে দেওয়ার পর ওই সার মাটির ঢেলার মত বসে ছিল। সারের কালোবাজারি রুখতে রাজ্য সরকার ব্যার্থ।'কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী (রাষ্ট্র) সুভাষ সরকার বলেন,' রাজ্য সরকার উদাসীন। কোনরকম নজরদারি নেই। কৃত্রিম রাসায়নিক সারের সঙ্কট তৈরী করছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। যার ফলে সঙ্কটে পড়েছে চাষীরা।' তিনি আরও বলেন,' চাষীরা যাতে নাহ্য দামে সার পায় তার ব্যবস্থা রাজ্যকে করতে হবে।' যদিও এবিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ কোন মন্তব্য করতে চায়নি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ধামীর

দেহরাদুন, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শুক্রবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াতকে হাসপাতালে দেখতে যান।

শুক্রবার পুষ্কর সিং ধামি নয়াদিল্লি থেকে ফিরেই জলি গ্রান্ট বিমানবন্দর থেকে সরাসরি হিমালয়ান হাসপাতালে যান। হিমালয়ান হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াত। মুখ্যমন্ত্রী ধামি, হরিশ রাওয়াতের অসুস্থতার খোঁজ খবর নেন। সেইসঙ্গে ধামি তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনাও করেন। মঙ্গলবার রাতে হলদওয়ানি থেকে কাশিপুর আসার সময় হরিশ রাওয়াতের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। পুলিশ এসে তাঁকে কাশীপুরের কেভিআর হাসপাতালে ভর্তি করে। দুর্ঘটনায় মন্ত্রীর গাড়িরও ক্ষতি হয়।

কালি পুজো স্পেশাল

জয়দেব লাহা

দুর্গাপুর, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) বদলে গেছে রাজত্ব। তবে ভগ্নপ্রায় মন্দিরে জৌলুস কমেনি পুজোর। নরবলির বদলে পরিবারের একজনের এক ফোঁটা রক্ত নিবেদন করা হয়। এখনও চিরাচরিত প্রথা মেনেই হয় কাঁকসার বনকাটির রায় পরিবারের প্রায় ৯০০ বছরের প্রাচীন শশ্মান কালীপুজো। বনকাটি রায় পরিবার। রাজা বল্লাল সেনের কুল গুরুর বংশধর। কথিত আছে রাজার আমলে ঘন জঙ্গল কেটে গ্রাম তৈরী হয়। তাই বনকাটি নামকরন। রাজা বল্লাল সেন বাংলাদেশ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দীক্ষাগুরু তান্ত্রিক আচার্য্য মহেশ্বর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কাঁকসার গড়জঙ্গলে রাজ্যপাট শুরু করেন। অজয় নদী মাধ্যমে ব্যাবসা বানিজ্য সুবিধার্থে বনকাটি গ্রাম পর্যন্ত চ্যানেল খাল তৈরী করেন। বনকাটি এলাকা থেকে লাক্ষা ও কাঠ কয়লা কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হত। এবং সেখান থেকে মশলাপাতি নিয়ে আসা হত। এককথায় বনকাটি ছিল রাজা বল্লাল সেনের বানিজ্যিক কেন্দ্র। পানাগড়- মোরগ্রাম রাজ্য সড়কের এগারো মাইল মোড় থেকে পশ্চিম দিকে অজয় নদীর লাগোয়া বনকাটি গ্রাম।

তৎকালীন সময়ে রাজার কুল গুরু মহেশ্বর প্রসাদ ওই গ্রামেই শশ্মানকালী পুজো শুরু করেন। সম্পুর্ন তান্ত্রিক মতে পুজো করতেন। কথিত আছে ছাগ, মেষ ও মহিষ বলির পাশাপাশি ওই সময় নরবলিও দেওয়া হত। যদিও বর্তমানে সেসব প্রথা উঠে গেছে। তবে পরিবারের একজন একফোঁটা রক্ত নিবেদন করেন। পরবর্তীকালে মহেশ্বর প্রসাদের বংশধর বৃটিশদের সঙ্গে কোন মামলায় ডিগ্রী পায়। তখন বৃটিশদের কাছ থেকে রায়বাহাদুর খেতাবন পায়। আর তারপর থেকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলে রায় পদবি হয় আচার্যের বংশধরদের। এছাড়াও রায় পরিবারের পুর্ব পুরুষরা যাতে জল পায়, তার জন্য তাদের নামে পাঁচটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহেশ্বর প্রসাদের এক বংশধর লক্ষ্মীকান্ত রায়। সেসব মন্দির এখনও রয়েছে। তবে টেরাকোটার নকশার কাজ করা ওইসব মন্দির সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়। একই অবস্থা কালী মন্দিরের। ভেঙে পড়েছে মন্দিরের চালা। যেখানে রয়েছে পঞ্চমুন্ডী আসন।

পুজোর নিয়মনীতি প্রসঙ্গে রায় পরিবারের প্রবীন বংশধর অনিল কুমার রায় জানান,' তান্ত্রিক মতে এবং পুর্বপুরুষের লেখা পুঁথি দেখে পুজো হয়। পুজোয় বসার আগে শশ্মানে কিছু ক্রীয়াকর্ম করতে হয়। তারপর গুরুপুজন এবং মায়ের বারিঘট নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মায়ের নিজস্ব পুকুর জরুলি পুকুর থেকে বারি নিয়ে আসা হয়। নিশিরাতে মায়ের হোম যজ্ঞ করা হয়। রায় পরিবারের ১ হাজার ৮ টি বেলপাতা। ৫কেজি ২৫০ গ্রাম গাওয়া ঘি। তারপর ভক্তদের ঘি, বেলপাতা থাকে। এছাড়াও পরিবারের একটি ছাগ, একটি মেষ, একটি মহিষ বলি দেওয়া হয়। তারপর ভক্তদের মানত করা ছাগ বলি দেওয়া হয়। সবশেষে নিজের রক্ত একফোঁটা নিবেদন করতে হয়। তারপর পুর্নাহুতি দেওয়া হয়।'

অনিলবাবুর ছেলে লালু রায় জানান,' কালীপুজোয় নরনারায়ন সেবা করানো হয়। তাছাড়াও মায়ের নিত্য সেবা হয়। প্রত্যেক আমাবস্যায় হোমযজ্ঞ হয়।' অনিলবাবু আরও জানান,'মায়ের মন্দিরে পরিবারের ছাড়া অন্য কেউ রাত্রে থাকতে পারে না। একবার এক তান্ত্রিক মন্দিরে থাকার জেদ করেছিলেন।

এবং রাত্রে শুয়ে ছিলেন। পরদিন সকালে দেখা যায় মায়ের মন্দিরের বাইরে তিনি পড়ে রয়েছেন।' তিনি আক্ষেপের সঙ্গে জানান,' প্রাচীন এই মন্দিরে আশপাশের গ্রাম থেকেও পুন্যার্থীরাও আসেন। তবে মন্দিরগুলি সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারের কাছে অনুরোধ প্রাচীন মন্দিরগুলি সংরক্ষণ করা হোক।'

শনিবার ৫১ হাজারের বেশি নিয়োগপত্র প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ৫১ হাজারের বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন। কর্মসংস্থান মেলার আওতায় মোদী ২৮ অক্টোবর দুপুর ১ টা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৫১, ০০০-এরও বেশি নবনিযুক্ত কর্মীদের নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশে ভাষণও দেবেন প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর কার্য়ালয় (পিএমও) থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। সারাদেশে ৩৭টি স্থানে কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগগুলির পাশাপাশি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতেও নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত নতুন কর্মচারীরা রেল মন্ত্রণালয়, ডাক বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রাজস্ব বিভাগ, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন বিভাগে কাজে যোগদান করবে। কর্মসংস্থান মেলা প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণের একটি পদক্ষেপ। এই মেলার ফলে তরুণদের ক্ষমতায়ন হবে।

লক্ষীপুজোয় বাজার চড়া নাভিশ্বাস গৃহস্থের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): পুজোর আয়োজন করতে গিয়েই বাজার দরের জেরে হিমশিম খেতে হচ্ছে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে। একে তো মাসের শেষে লক্ষ্মীপুজো, তার উপর সদ্য দুর্গাপুজো যাওয়ায় অধিকাংশ পরিবারেরই হাত ফাঁকা। এমন পরিস্থিতিতে লক্ষ্মীপুজোর বাজার করতে গিয়ে হাতে ছ্যাঁকা খাচ্ছেন অনেকেই। চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে ফল, ফুল থেকে শুরু করে সবজিও।

এবছরে লক্ষ্মীপুজো রয়েছে শনিবার। তার আগে বৃহস্পতিবার কিছুটা বাজার সারা হলেও, শুক্রবারে বাজার চলছে পুরোদমে। কিন্তু জিনিসপত্র ও আনাজপাতির দাম শুনে অনেকের মাথাতেই হাত পড়েছে। অগ্নিমূল্য দামে নমো নমো করেই ফল- ফুল, সবজি কিনছেন ক্রেতারা।

তবে শুধুমাত্র যে এই জিনিসগুলোর দাম চড়া রয়েছে তা নয়। দশকর্মার দোকানেও কিন্তু পকেট হালকা হচ্ছে সাধারণ মানুষের। ফলে ধনলক্ষ্মীর ব্রত পালন করতে গিয়ে মধ্যবিত্তের যে ভাঁড়ে মা ভবানী হওয়ার জোগাড়, তা বলাই বাহুল্য। এদিন বাজারে কোন জিনিসের দাম কত রয়েছে? দেখে নেওয়া যাক।

কলকাতা ও শহরতলির খুচরো বাজারে নারকেলের প্রতি পিসের দাম রয়েছে ৫০- ৬০ টাকা, বড় আকারের আখের দাম রয়েছে ৪০-৪৫ টাকা, আপেলের প্রতি কেজিতে দাম রয়েছে ১২০-১৩০ টাকা। ছোট ও মাঝারি আকারের ডাবের প্রতি পিসের দাম রয়েছে ৪০ টাকা। সবচেয়ে চড়া দাম বিকোচ্ছে ন্যাসপাতি। প্রতি কেজিতে ন্যাসপাতির দাম রয়েছে ২৫০- ২৮০ টাকা। আঙুরের প্রতি কেজিতে দাম রয়েছে ২০০- ২৫০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়া চড়া দামে বিকোচ্ছে তরমুজ, আনারসের মতো ফলও। তরমুজের প্রতি পিসের দাম রয়েছে ৪০ টাকা।

অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন : এথিক্স কমিটির কাছে সময় চাইলেন মহুয়া মৈত্র

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): অর্থের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন অভিযোগে রীতিমতো বিদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন করার যে অভিযোগ উঠেছে মহুয়ার বিরুদ্ধে সে বিষয়ে লোকসভার এথিক্স কমিটি তাঁকে আগামী ৩১ অক্টোবর নিজের বক্তব্য জানানোর জন্য সমন পাঠিয়েছে।

তবে এথিক্স কমিটির কাছে আরও সময় চাইলেন মহুয়া মৈত্র। শুক্রবার এক্স মাধ্যমে মহুয়া জানিয়েছেন, এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান লাইভ টিভি-তে ঘোষণা করেছেন আমাকে ৩১ অক্টোবর হাজিরা দেওয়ার জন্য, অথচ সন্ধ্যা ৭.২০ মিনিট নাগাদ অফিসিয়াল মেল পেয়েছি আমি। ৪ নভেম্বর পর্যন্ত পূর্ব নির্ধারিত কিছু কাজের জন্য তিনি যেতে পারবেন বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ভোটমুখী রাজস্থানে বড়বড় আশ্বাস গেহলটের; পড়ুয়াদের ট্যাবলেট-ল্যাপটপ দেওয়ার আশ্বাস, মোদীকে কটাক্ষ

জয়পুর, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): ভোটমুখী রাজস্থানে মরুরাজ্যের জনগণকে বড়বড় আশ্বাস দিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। পড়ুয়াদের ট্যাবলেট-ল্যাপটপ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন, কটাক্ষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।

শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অশোক গেহলট বলেছেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলে ওল্ড পেনশন স্কিম নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটি আইন পাশ করব যাতে ভবিষ্যতে কোনও সরকার ওপিএস বন্ধ করতে না পারে। গেহলট বলেছেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ক্ষতির জন্য ১৫ লক্ষ টাকার বীমা কভার থাকবে।

গেহলট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, রাহুল গান্ধী এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন যে """আপনারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূরণ করুন""।

গতবার, রাহুল গান্ধী সাত দিনের মধ্যে (কৃষকদের) ঋণ মকুব করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে পূরণ হয়েছিল। বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, কুকুরের চেয়েও বেশি ইডি দেশে তল্লাশি করছে। গেহলট যোগ করেছেন, আমাদের গ্যারান্টি অনুসরণ করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে বাস উল্টে মৃত ৫, আহত ২৬

মির্জাপুর, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলার সন্তনগর থানা এলাকায় দাদরি বাঁধের কাছে যাত্রী বোঝাই একটি বাস উল্টে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। ২৬ জন বাসযাত্রী আহত হয়েছে। পুলিশ দ্রুত আহতদের লালগঞ্জ কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। পুলিশ জানায়, শুক্রবার সকালে বেসরকারি বাসটি মির্জাপুর থেকে ৩১ জন যাত্রী নিয়ে হালিয়া যাচ্ছিল। রাস্তায় সন্ত নগর থানা এলাকায় দাদরি বাঁধের কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। যাত্রীরা বাসের নিচে চাপা পড়ে যায়। যাত্রীদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা যাত্রীদের উদ্ধার করে। দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁদের অবস্থা দেখে ১০ জনকে বিভাগীয় হাসপাতালে রেফার করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা নিরঞ্জন, পুলিশ সুপার অভিনন্দন এবং বিধায়ক রিঙ্কি কোল।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন, বাস দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম, মমতা এবং তাঁর ছেলে অভিষেক (২), বাসচালক সত্যনারায়ণ (৪০), হালিয়ার বাসিন্দা মনিতা (২৫) এবং বিষ্ণু কুমার (১০)। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে দশজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের বিভাগীয় হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের আরও ভালো চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত পরিমার্জিত হয়েছে, কিন্তু কখনও দূষিত হয়নি : প্রধানমন্ত্রী মোদী

চিত্রকূট, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে কত ভাষা এসেছে আর চলে গিয়েছে। পুরানো ভাষাকে প্রতিস্থাপন করেছে নতুন ভাষা। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি এখন অটুট ও অবিচল। সংস্কৃত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিমার্জিত হয়েছে, কিন্তু দূষিত হয়নি। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূটে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি ভাগ্যবান যে আজ আমি সারাদিন বিভিন্ন মন্দিরে ভগবান শ্রী রামকে দেখার সুযোগ পেয়েছি এবং সাধুদের আশীর্বাদও পেয়েছি। বিশেষ করে সাধক রামভদ্রাচার্য্যজির কাছ থেকে যে ভালোবাসা পাই তা আমাকে অভিভূত করে।'

বোল্লা রক্ষাকালীর কাঠামো পুজো, উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত মজুমদার

বালুরঘাট, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের বোল্লায় শুরু হল ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালী পুজো। শুক্রবার সকালে মন্দির চত্বরে থাকা পুকুর থেকে কাঠামো তুলে রীতি মেনেই কাঠামো পুজো। এদিন বোল্লা রক্ষাকালীর কাঠামো পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। প্রত্যেক বছর রাস পূর্ণিমার পরের শুক্রবার বালুরঘাটের বোল্লা এলাকায় বোল্লা রক্ষাকালীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ এবং প্রাচীন এই বোল্লা রক্ষাকালীর পুজো। পুজোর পাশাপাশি চারদিন মেলাও বসে। এবারে ১ ডিসেম্বর বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের পুজো অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে এদিন বোল্লায় হল মায়ের কাঠামো পুজো। শুক্রবার সকালে মন্দির চত্বরে থাকা পুকুর থেকে কাঠামো তোলা হয়। এরপর দুধ দিয়ে কাঠামো ধুয়ে শুরু হয় পুজো।এরপরই শুরু হবে মায়ের প্রতিমা তৈরির কাজ। কাঠামো পুজো দেখতে দূরদূরান্ত থেকে আসা লোকের ভিড় ছিল বোল্লা মন্দির চত্বরে। এদিন বোল্লা রক্ষাকালীর কাঠামো পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার সহ অন্যান্যরা।

আগামীকাল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দুটি অনুষ্ঠানে যোগদানের কর্মসূচী

কানপুর, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ২৮ অক্টোবর, শনিবার দুটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। প্রথমে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কিদওয়াই নগরে বিজেপি আয়োজিত তফসিলি জাতি সম্মেলনে অংশ নেবেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী জেকে মন্দির প্রাঙ্গণে ১০০১ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন বিতরণ করবেন। এই তথ্য জানিয়েছেন জেকে আরবান গ্রুপের এমডি অভিষেক সিঙ্গানিয়া।

আপাতত মুক্তি নেই, ১০ নভেম্বর অবধি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে সঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): আবগারি নীতি মামলায় ধৃত আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেতা তথা সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সঞ্জয় সিংয়ের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শুক্রবারই আদালতে পেশ করা হয়েছিল সঞ্জয় সিংকে। কড়া নিরাপত্তায় তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। এদিন আদালতে পেশ হওয়ার সময় কটাক্ষ করে সঞ্জয় সিং বলেন, 'যাঁরা ক্ষমতায় রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।' যাইহোক, বিচারপতি এদিন এএপি

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯০ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শুক্রবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শুক্রবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

জলবায়ু বিপর্য্যয়ের চ্যালেঞ্জগুলি অবিলম্বে মোকাবেলা করা উচিত : রাষ্ট্রপতি

চেন্নাই, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা-সহ জলবায়ু বিপর্যয়ের চ্যালেঞ্জগুলি অবিলম্বে মোকাবেলা করা উচিত। এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার চেন্নাইতে ইন্ডিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অষ্টম সমাবর্তনে বিশেষ ভাষণ দেওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি বলেছেন, উপকূলীয় অর্থনীতি ৪ মিলিয়নেরও বেশি মৎস্যজীবীকে টিকিয়ে রাখে এবং ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী দেশ। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন এবং প্রশমনে মেরিটাইম সেক্টরকে সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে বলেন।

রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন, দেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে দেশের সামুদ্রিক সেক্টর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ দেশের বাণিজ্যের ৯৫ শতাংশ আয়তনের ভিত্তিতে এবং ৬৫ শতাংশ মূল্যের বাণিজ্য সমুদ্র পরিবহনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতি মুর্মু ভারতীয় বন্দরগুলির কার্য্যক্ষম দক্ষতা এবং টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম উন্নত করার জন্য সামুদ্রিক সেক্টরের কাছে আবেদনও করেন।

সস্ত্রীক কেদারনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ ধনখড়

রুদ্রপ্রয়াগ, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): সস্ত্রীক কেদারনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। শুক্রবার সকালে কেদারনাথ মন্দিরে যান উপ-রাষ্ট্রপতি, ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে পুজো দেন তিনি। মন্দির চত্বরে উপস্থিত স্থানীয় মানুষজন এবং ভক্তর উপ-রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান। চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে কাজ করা আধিকারিক ও কর্মচারীদের প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ধনখড়।

কার্নিভালের অদূরেই 'বিষাদ সম্মিলনী', অস্বস্তিতে পুলিশ-প্রশাসন

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): একদিকে যখন রেড রোডে পুজোর মেগা কার্নিভালের তোড়জোড় চলছে, তখন রেড রোড থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র। আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে শুক্রবার 'বিষাদ সম্মিলনী'-র আয়োজন করা হয়েছে।

একদিকে যখন কার্নিভালে আনন্দে-উচ্ছ্বাসের সুর, তখনই শহিদ মিনার চত্বরে বিষাদের সুর। বিজয়া নয়, এবার বিষাদ সম্মিলনীর আয়োজন করছেন ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীরা। সেখানে সামিল হয়েছেন, আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের একটি অংশও। গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি চাকরিপ্রার্থীরাও এসেছেন এই বিষাদ সম্মিলনীতে। আজ দিনভর বিষাদ সম্মেলনীতে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। রেড রোডে যখন দুর্গাপুজোর কার্নিভালের প্রস্তুতি চলছে, তখন ঢিল ছোড়া দূরত্বে শহিদ মিনার চত্বরে প্রতীকী শবদেহ নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি। প্রতীকী শবদেহের সঙ্গে লেখা, '১২ বছরে শিক্ষিত বেকারের স্বপ্নের অপমৃত্যু।'

বিভিন্ন রাজনীতিকরাও শুক্রবার ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনকারীদের এই বিষাদ সম্মিলনীতে এসে সামিল হয়েছেন। বামেদের প্রতিনিধিরাও গিয়েছেন সেখানে। সৃজন ভট্টাচার্য্য, কলতান দাশগুপ্তরা এসেছেন এই বিষাদ সম্মিলনীতে। এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য্য পুজোর কার্নিভালের আয়োজনকে কটাক্ষ করে বলছেন, "এটা নির্মমতার কার্নিভাল, নিষ্ঠুরতার কার্নিভাল। এদের কি অধিকার নেই অধিকার নেই? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি সবার মুখ্যমন্ত্রী নন? তাঁর কি সবার কার্নিভালের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল না? এদের ন্যায্য দাবির পাশে আমরা আছি।"

টস জিতে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান

চেন্নাই, ২৭ অক্টোবর(হি.স.):আজ ওয়ানডে বিশ্বকাপে মুখোমুখি পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা। চেন্নাইয়ের টস জিতেছে বাবর আজম। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাক অধিনায়ক।

এখন পর্যন্ত খেলা দুদলের ৮২টি ওয়ানডে ম্যাচের মধ্যে ৫০টিতে জয় আছে দক্ষিণ আফ্রিকার, বিপরীতে ৩১ জয় পাকিস্তানের। বিশ্বকাপেও দুই দলের মুখোমুখিতে এগিয়ে প্রোটিয়ারা। ৫ ম্যাচের তিন জয় যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার, সেখানে পাকিস্তান জিতেছে দুই ম্যাচে।

পাকিস্তান দল দুই পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছে। হাসান আলি অসুস্থ থাকায় পাকিস্তান দলে জায়গা পেয়েছেন ওয়াসিম জুনিয়র। দক্ষিণ আফ্রিকার দলে ফিরেছেন নিয়মিত অধিনায়ক বাভুমা। এছাড়াও শামসি এবং এনগিডি দলে জায়গা পেয়েছেন।

পাকিস্তান একাদশ:

আবদুল্লাহ শফিক, ইমাম-উল হক, বাবর আজম (অধিনায়ক), মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), সৌদ শাকিল, শাদাব খান, ইফতিখার আহমেদ, মোহাম্মদ নেওয়াজ, শাহিন আফ্রিদি, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, হারিস রউফ।

কাজের সন্ধান

পুলিশে মাধ্যমিক পাশদের থেকে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ঃ দরখাস্ত ৬ নভেম্বরের মধ্যে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা পুলিশে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হবে। শূন্যপদ ঃ ৬০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

স্পেশাল এক্সিকিউটিভ-দের কাজ হবে মুখ্যত পুলিশের সঙ্গে সমাজের সকল স্তরের প্রয়োজনীয় লোকদের সমন্বয় সাধন করার বিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়ানো। সারা রাজ্য জুড়ে শূন্যপদের সংখ্যা সম্ভাব্য ৬ হাজার বলা হলেও সেটি কম-বেশ হতে পারে বলে সংবাদ সূত্রে জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট প্রকল্প অনুযায়ী প্রত্যেককে প্রতি মাসে ১১,০০০ টাকা হিসেবে সাম্মানিক ভাতা প্রদান করা হবে। বয়স ০১-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে ২১-৪৫ বছর হতে হবে। এসসি/এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স ২১-৫০ বছর হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। উচ্চশিক্ষিতারাও আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে নির্দিষ্ট এলাকায় স্থায়ী বসবাসকারী হতে হবে এবং স্থানীয় ভাষাজ্ঞান থাকতে হবে। প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারী আইন ভঙ্গকারীর অভিযোগ থাকা চলবে না। কোনও মামলায় বিচারাধীন প্রার্থী হলেও এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে না। পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রার্থীরাই এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে, সাদা কাগজের এক পিঠে লিখে অথবা টাইপ করে। নির্দিষ্ট স্থানে ফটো সাঁটিয়ে দেবেন। নির্দিষ্ট কলামে ফোন নম্বর এবং ই-মেইল আইডি উল্লেখ করবেন। দরখাস্তের নির্দিষ্ট বয়ান পেয়ে যাবেন ত্রিপুরা পুলিশের ওয়েবসাইটে 'রিক্রুটমেন্ট' লিঙ্কে ক্লিক করে এনলিস্টেড নোটিফিকেশনে। পূরন করা দরখাস্তের সঙ্গে সমস্ত প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত (সেল্ফ এটেস্টেড) নকল সহ জমা দিতে হবে ৬ নভেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর। দরখাস্ত জমা দেবেন নিজ নিজ স্থায়ী ঠিকানার পুলিশ স্টেশনে ও.সি-র কাছে। এক এলাকার প্রার্থী, অন্য এলাকার পি.এস-এ আবেদন পত্র জমা দিতে পারবেন না। এই বিষয়ে নির্দিষ্ট স্ক্রিনিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে মেধাভিত্তিক প্রার্থীবাছাই হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এই নিয়োগ মূলতঃ ৩ বছরের জন্য। বলা বাহুল্য, দরখাস্তের বয়ান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, সাম্মানিক মাসিক ভাতা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই পেয়ে যাবেন ত্রিপুরা পুলিশের ওয়েবসাইটে 'রিক্রুটমেন্ট' লিঙ্কে ক্লিক করে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, দরখাস্ত পূরনের কৌশল জানা সহ এ ধরনের বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা বা নিয়োগ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে ফোনে যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। ত্রিপুরা পুলিশ অ্যাক্ট, ২০০৭ (সংশোধন ২০২২ সালে) অনুযায়ী এই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে। মোট কথা রাজ্যের চাকুরি প্রার্থীদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ। ত্রিপুরা পুলিশে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা দিতে হবে ৬ নভেম্বরের মধ্যে। শূন্যপদ ঃ সম্ভাব্য ৬০০০টি বলে জানা গেলেও দপ্তরের প্রয়োজনে তা বাড়তেও পারে এবং কমতেও পারে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ হলেও উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারেন। বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। বলা বাহুল্য, ২০২২ সালের ৩ নভেম্বরে এ ধরনের স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পুলিশ নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময়সীমা প্রথম অবস্থায় ১৩ নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সময়ে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৬ নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত তা বাড়ানো হয়েছিল। প্রচুর সংখ্যক কর্মপ্রার্থী তরুন-তরুনী দরখাস্ত জমা করেছেন। সম্প্রতি ২০ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ত্রিপুরা পুলিশের ডিজিপি'র পক্ষে এআইজিপি (এস্টাব্লিশমেন্ট) স্বাক্ষরিত "এ নিউ অপরচুনিটি ফর সাবমিশন অফ ফ্রেশ এপ্লিকেশনস্ ফর এনলিস্টমেন্ট এজ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ" শিরোনামে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। যার ভিত্তিতে বলা যাচ্ছে, রাজ্যের কর্মপ্রার্থী তরুন-তরুনীদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ। ৩০ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বরের মধ্যে ইচ্ছুক ফ্রেশ আবেদনকারীরা নিজ নিজ পুলিশ স্টেশনে নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুযায়ী দরখাস্ত পূরণ করে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র সহ, সঠিক উপায়ে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এবং নির্দিষ্ট ফরম্যাট প্রিন্ট আউট করার জন্য ত্রিপুরা পুলিশের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে আপলোডেড এনলিস্টমেন্ট নোটিশ দেখে নিতে পারেন। উল্লেখ্য, এই নিয়োগ সংক্রান্ত আপডেটেড কিছু জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে নিয়মিত লগ অন করে দেখে নিতে পারেন।

টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি পাশদের থেকে ১৬ জন ইলেকশন ইন্সপেক্টর নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের নির্বাচন দপ্তরের অধীনে ইলেকশন ইন্সপেক্টর পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, প্রার্থীর অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ ত্রিপুরার ৬টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো, রাজ্য সরকারের নির্বাচন দপ্তরের অধীনে ইলেকশন ইন্সপেক্টর পদে ত্রিপুরা কম্বাইন্ড কম্পিটেটিভ একজামিনেশন অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা, মূল পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ১৩/২০২৩। প্রার্থীবাছাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রতিযোগিতামূলক প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অর্থাৎ প্রিলিমিনারি টেস্ট। এতে সফল হলে মেইন বা মূল পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। মূল পরীক্ষায় সফল হলে পরে ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি টেস্টের জন্য। তবে আবেদনের আগে প্রার্থীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে শিক্ষাগত ও বাঞ্ছনীয় যোগ্যতাসহ বয়সের উর্ধ্বসীমা ইত্যাদি দেখে নিতে হবে। এককথায় সামগ্রিক বিষয়ে উপযুক্ত মনে হলেই আগামী ১০ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ৩০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত/ বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ১০ নভেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। নির্দিষ্ট একটি ফোন নম্বরও রাখবেন হাতের কাছে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্তের ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দেবেন নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। তবে আগেই বলা হয়েছে, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, সার্টিফিকেটস্ স্ক্যান করে আপলোড করা এবং রেজিস্ট্রেশন করানোর যাবতীয় খরচ সকল প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি জমা দেওয়ার আগে এবং পরে যাবতীয় তথ্য দেখে নেবেন। এবার অনলাইনে গিয়ে সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করে সাবমিট করে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। সেটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে প্রয়োজন হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১৩/২০২৩ তারিখ ১৬-০৯-২০২৩।

ইলেকশন ইন্সপেক্টর পদের ক্ষেত্রে প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে দেড় ঘন্টার প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে। বিষয় জেনারেল স্টাডিজ এন্ড অ্যারিথমেটিক। এই প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হলেই মেইন বা মূল পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। মূল পরীক্ষায় সফল হলে ডাক পাবেন পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য। পরে মূল পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্টে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এক্ষেত্রে যোগ হবে না। ২০০ নম্বরের মূল লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ২টি পেপার। প্রথম পেপারে ইংরেজি, দ্বিতীয় পেপারে জেনারেল স্টাডিজ এন্ড এরিথমেটিক। প্রতিটি ১০০ নম্বর করে। ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট করে মোট ৫ ঘন্টার পরীক্ষা। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময় রাজ্যের ৬টি শহর যেমন - আগরতলা, আমবাসা, বিলোনীয়া, ধর্মনগর, কৈলাসহর এবং উদয়পুরের কোথায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তা উল্লেখ করে দেবেন। লিখিত পরীক্ষা এবং পার্সোনালিটি টেস্টের সময়সূচি এবং নির্দিষ্ট স্থান পরবর্তী সময়ে কললেটারে জানানো হবে।

শূণ্যপদগুলি হল — পদের নাম ঃ ইলেকশন ইন্সপেক্টর ঃ মোট শূন্যপদ ১৬টি। এর মধ্যে ১টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ৯টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এই ৯টি পদের মধ্যে ৩টি পদ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৬টি পদ অসংরক্ষিত। এই ৬টি পদের মধ্যে ২টি পদ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ মোট ১৬টি পদের জন্য বিভাজন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদের সংখ্যা দপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়তেও পারে। শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। পদগুলো স্থায়ী, গ্রুপ - সি, নন্-গেজেটেড। নিয়োগ হবে নির্বাচন দপ্তরের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ। এছাড়া, বাংলা/ ককবরক ভাষা জানার বাঞ্ছনীয় (ডিজাইরেবল) যোগ্যতা থাকতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। বয়স ঃ ১০-১১-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ - ৪০ বছর। এসসি/ এসটি/ শারীরিক প্রতিবন্ধী/ সরকারি কর্মরতদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড-২ অনুযায়ী প্রতি মাসে ৫,৭০০ - ২৪,০০০ টাকা সেল-১, লেভেল ১০-এর ভিত্তিতে।

উল্লেখ্য, দপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে। উল্লেখ্য, প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ ও বয়সের শিথিলতা শুধুমাত্র ত্রিপুরায় বসবাসকারী তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। সকল প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় কোনও ডকুমেন্টস/ সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রের প্রত্যয়িত কপি আপলোড করে বা জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে, সমস্ত ডকুমেন্টস/ সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রের প্রত্যয়িত কপি টিপিএসসি অফিসে জমা দিতে হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ইসিজি টেকনেশিয়ান, রেডিওগ্রাফার (ই.এস.আই.সি),**
শূন্যপদ ঃ ১০৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র দেশের ছোট বড় সব শহরেই, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন্-ফ্যাকাল্টি, গ্রুপ-সি (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ২৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ডিভিসি),**
শূন্যপদ ঃ ৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

পদের নাম ঃ **স্টাফ নার্স, এমও (আই.আই.টি),**
শূন্যপদ ঃ ১৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি (নার্সিং), এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০, ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হেল্পার, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্রেডসম্যান (নিইলিট),**
শূন্যপদ ঃ ৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেনি, মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এম.ও (বহিঃরাজ্য, স্বাস্থ্যদপ্তর),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ নভেম্বর,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ১০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, বিডিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **পি.এ, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১৩১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পুলিশ (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৬০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফিল্ড অফিসার (দিল্লি ক্যাবিনেট),**
শূন্যপদ ঃ ১২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, আর্টিস্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইলেকশন ইন্সপেক্টর (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানার বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ রাজ্যের ৬টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০০০--০--০--০

অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে কর্পোরেট সেক্টরে ৪০৮ এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন কর্পোরেট সেক্টরে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে কয়েক হাজার হলেও আর.সি.এফ লিমিটেডে ৪০৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু করে গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত সকলেই আবেদন করতে পারেন। অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮ - ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ নভেম্বর। মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। আর.সি.এফ-এর ক্ষেত্রে বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা যে-কোনও একটির ট্রেডের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্যান্য কর্পোরেট সেক্টরের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ৭ নভেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৭ নভেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের কম যোগ্যতার ডিসিপ্লিনে বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন কর্পোরেট সেক্টরের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। আবেদন করার কৌশল বা পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে ফোনে যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডারটেকিং এধরনের কর্পোরেট সেক্টরে ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। পরবর্তী সময়ে ওই সমস্ত কর্পোরেট সেক্টরে চাকরির ক্ষেত্রে এপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট অর্জনকারীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। আর.সি.এফ-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৪-২০২৩-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - আরসিএফ এলটিডি/ ২০২৩-২৪/ এপ্রেন্টিস। তারিখ ২৫ অক্টোবর, ২০২৩। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস হিসেবে ক্রমিক নং (১) ঃ একাউন্টস এক্সিকিউটিভ, শূন্যপদের সংখ্যা ৫১টি। ক্রমিক নং (২) ঃ সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদের সংখ্যা ৭৬টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ রিক্রুটমেন্ট এক্সিকিউটিভ, শূন্যপদের সংখ্যা ৩০টি। টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস হিসেবে ক্রমিক নং (১) ঃ ডিপ্লোমা কেমিক্যাল, শূন্যপদের সংখ্যা ৩০টি। ক্রমিক নং (২) ঃ ডিপ্লোমা সিভিল, শূন্যপদের সংখ্যা ১১টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ ডিপ্লোমা কম্পিউটার, শূন্যপদের সংখ্যা ৬টি। ক্রমিক নং (৪) ঃ ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যাল, শূন্যপদের সংখ্যা ২০টি। ক্রমিক নং (৫) ঃ ডিপ্লোমা ইনস্ট্রুমেন্টেশন, শূন্যপদের সংখ্যা ২০টি। ক্রমিক নং (৬) ঃ ডিপ্লোমা মেকানিক্যাল, শূন্যপদের সংখ্যা ২৮টি। ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ক্রমিক নং (১) ঃ এটেন্ড্যান্ট অপারেটর, শূন্যপদের সংখ্যা ১০৪টি। ক্রমিক নং (২) ঃ বয়েলার এটেন্ড্যান্ট, শূন্যপদের সংখ্যা ৩টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদের সংখ্যা ৪টি। ক্রমিক নং (৪) ঃ হর্টিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদের সংখ্যা ৬টি। ক্রমিক নং (৫) ঃ ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক, শূন্যপদের সংখ্যা ৩টি। ক্রমিক নং (৬) ঃ ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদের সংখ্যা ১৩টি। ক্রমিক নং (৭) ঃ মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনেশিয়ান, শূন্যপদের সংখ্যা ৩টি। সামগ্রিক হিসেবে মোট ৪০৮টি শূন্যপদের মধ্যে ৬১টি এসসি'র জন্য, ৩০টি এসটি'র জন্য, ১১০টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৪০টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৬৭টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ৪ শতাংশ আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। প্রতিটি পদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, প্রতি মাসের মূল মাইনে বা স্টাইপেন্ড, প্রসেসিং ফি, আবেদন করার কৌশল ইত্যাদি জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে জেনে নিতে হবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরেও জেনে নিতে পারেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* ই.এস.আই.সি-তে **ইসিজি টেকনেশিয়ান, রেডিওগ্রাফার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র দেশের ছোট বড় সব শহরেই, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* এইমস-এ **নন্-ফ্যাকাল্টি, গ্রুপ-সি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টর ডিভিসি-তে **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* আই.আই.টি-তে **স্টাফ নার্স, এমও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি (নার্সিং), এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০, ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* নিইলিট-এ **হেল্পার, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্রেডসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ ইয়ার্ড-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেনি, মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে **এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ নভেম্বর, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **জুনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, বিডিএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * এইমস-এ **পি.এ, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরা পুলিশে **স্পেশাল এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য আরও একবার সরাসরি দরখাস্ত জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

* দিল্লি ক্যাবিনেটে **ফিল্ড অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

* এইমস-এ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, আর্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৫-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * রাজ্য সরকারের নির্বাচন দপ্তরের অধীনে **ইলেকশন ইন্সপেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানার বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ রাজ্যের ৬টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

মমতার ইডি-কে হুঁশিয়ারির সঙ্গে বালুর প্রতি স্নেহ, কাল হতে পারে বালুরই

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর, (হি.স.): প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির পরে প্রভাবশালী তকমা খাঁড়া করেছিল ইডি। কারণ ইডি যখন তাঁকে গ্রেফতার ঘোষণা করে , তখন নাকতলার বাড়িতে বসেই পার্থ ফোন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য তাঁর ফোন ধরেননি। কিন্তু তা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। আর পার্থর কপালে জুটে যায় প্রভাবশালী তকমা। যা আইনি লড়াইয়ে পার্থর বিপদ বাড়িয়েছে। আইনজীবীদের অনেকে মনে করছেন, গ্রেফতারির আগেই বালুর প্রসঙ্গে সস্নেহে বলা মুখ্যমন্ত্রী বার্তাতেও বাধা পড়তে পারে বনমন্ত্রীর জামিন।

গ্রেফতারের ১৫ মাস বাদেও প্রভাবশালী তত্ত্ব দেখিয়েই পার্থবাবুর জামিন আটকে রেখেছে ইডি। অনুব্রত মণ্ডল গ্রেফতারের পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে ফিরহাদ হাকিম প্রকাশ্যেই অনুব্রতর গ্রেফতারির কড়া সমালোচনা করেছেন।

ইডি-র বক্তব্য, পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রভাবশালী, তাই তিনি জামিনে মুক্ত হলে তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে। একই বক্তব্য অনুব্রত সম্পর্কেও। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলেন? প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারির পর এই জল্পনাই বিরোধী রাজনৈতিক মহলে তুঙ্গে।

বৃহস্পতিবার যখন ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি চালাচ্ছেন বালুর বাড়িতে, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতেই সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ”বালুর শরীর খুব খারাপ। আজ যদি ও মরে যায়, আমি বিজেপি ও ইডি-র বিরুদ্ধে এফআইআর করতে বাধ্য হব।”

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য আর তার কিছু সময়ের ব্যবধানে মন্ত্রীর গ্রেফতারি কাকতালীয় হলেও আইনজীবীদের একাংশ মনে করছেন, এহেন মন্তব্যে বিপদ বাড়তে পারে বালুর। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, মন্ত্রিসভার সদস্যের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে প্রভাবশালী তকমা জুড়তে পারে মন্ত্রীর নামের সঙ্গে।

আদালতে জামিনের বিরোধিতা করতে গিয়ে ইডি-র হাতিয়ার হতে পারে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য। আইনজীবীদের একাংশের মতে, আদালতে ইডি সওয়াল করতেই পারে, কতটা প্রভাবশালী হলে তাঁর পাশে দাঁড়াতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধেই কার্যত হুঁশিয়ারি দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

তারা মায়ের আবির্ভাব দিবস, বিশেষ পুজো তারাপীঠে

বীরভূম, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): আশ্বিনের শুক্লপক্ষের চতুর্দশীতে তারা মায়ের আবির্ভাব দিবস । কথিত আছে, পাল রাজত্বের সময় জয় দত্ত স্বপ্নে তারা মায়ের নির্দেশ পান, চতুর্দশীতে শ্মশানের শ্বেত শিমুল বৃক্ষের তলায় পঞ্চমুণ্ডির আসনের নীচে মায়ের শিলামূর্তি আছে। সেই মূর্তি উদ্ধার করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। সেই উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো আজও তারাপীঠে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন সূর্যোদয়ের আগে ভোর ৩ টে নাগাদ মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে মায়ের বিগ্রহ বের করে আনা হয়। বিরাম মঞ্চে তাঁর ছোট বোন মুলুটির মা মৌলিক্ষার মন্দিরের অভিমুখে পশ্চিম দিকে বসানো হয়। জীবিত কুণ্ড থেকে জল এনে মাকে স্নান করানোর পর পরানো হয় রাজবেশ। এরপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে মঙ্গল আরতি পর্ব।

ভোরের আলো ফুটতেই ধীরে ধীরে মন্দির চত্বরে জমতে শুরু করে ভক্তদের ভিড়! সারা বছরের মধ্যে আজকের দিনেই তারা মাকে এক পলক ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পান ভক্তরা ! ভক্তরা মাকে স্পর্শ করে পুজো দেন। দিনভর বিরামমঞ্চে থাকার পর বিকেলে আরতির পর মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মূল মন্দিরে। স্নানের পর নবরূপে সাজানো হয় দেবী মূর্তিকে।

রীতি অনুযায়ী, মায়ের আজ উপোস! এদিন মায়ের মধ্যাহ্ন ভোগ হয় না। দিনভর তাই ফল-মিষ্টিই খান মা। মহাভোগ তোলা থাকে রাতের জন্য! সকালে মঙ্গলারতির পর লুচি, মিষ্টি, সুজি দিয়ে দেওয়া হয় শীতল ভোগ। রাতে খিচুড়ি, পোলাও, পাঁচরকম ভাজা, মাছ-মাংস দিয়ে করা হয় ভোগ নিবেদন।

হৃদরোগে মৃত্যু রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর ছেলের

মেখলিগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): মারা গেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারীর ছেলে হীরকজ্যোতি অধিকারী। তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। হীরকজ্যোতি পেশায় চিকিৎসক ছিলেন।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ বাড়িতে বাবার সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন তিনি। আচমকা অসুস্থ বোধ করায় হীরকজ্যোতিকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার তাপস কুমার দাস জানিয়েছেন, কার্ডিয়াক রেসপিরেটরি ফেলিওর ও ক্রনিক কিডনি সংক্রান্ত রোগের কারণে মৃত্যু হয়েছে হীরকজ্যোতির বলে মনে করা হচ্ছে। কুচলিবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অস্থায়ী ডাক্তার হীরকজ্যোতি। জেলা তৃণমূল যুব'র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে মেখলিগঞ্জে।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে উঠে এসেছিল বিধায়ক পরেশ অধিকারীর নাম। বাম আমলে রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই বামপন্থী রাজনীতি করেছেন তিনি। এরপর রাজ্যে পালাবদলের পর তিনি তৃণমূলে যোগদান করেন। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়ান তিনি। যদিও লোকসভা নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন।

এরপর ফের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন পরেশ। তৃণমূল জমানায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হন তিনি। তবে রাজ্যে শিক্ষক দুর্নীতি কাণ্ডে তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর নাম উঠে আসে। বিরোধীরা অভিযোগ করেন, নিজের প্রভাব খাটিয়ে নিজের মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীকে স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। এমনকি, তাঁর পরিবারের আরও একাধিক সদস্যকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন বিরোধীরা। তাঁর বাড়িতে ইডি তল্লাশি হয়। পরে আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় এজেন্সির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয় তাঁকে।

প্রসঙ্গত, পরেশ অধিকারী নিজের মেয়েকে ছাড়াও আরও কয়েকজনকে পদের সুবিধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পরেশ অধিকারীর পরিবারের ৩১ জন সদস্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, প্রত্যেকেই কোনও না কোনও ভাবে বেনিয়মের মাধ্যমে কর্মরত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, বিতর্কে জড়ানোর পর তাঁকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রিত্ব পদ হারাতে হয়। মন্ত্রিত্ব হারানোর পর জেলার রাজনীতিতে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েন পরেশ অধিকারী।

শোভনদেব থেকে কুণাল প্রকাশ্যেই সরব জ্যোতিপ্রিয়র হয়ে

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানের সঙ্গে মন্ত্রীর যোগ এবং জিজ্ঞাসাবাদে যথাযথ সহযোগিতা না করার অভিযোগে মন্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে গোটা বিষয়টিকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলে উল্লেখ করে বর্তমান বনমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। তাঁর হয়ে সংবাদমাধ্যম থেকে সামাজিক মাধ্যমে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মুখ খুলেছেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ থেকে মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কাউকে গ্রেফতার করা মানেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হওয়া নয়। আগেও গ্রেফতার হয়েছে। তাঁদের বিচার এখনও চলছে। বিজেপি বুঝতে পারছে বাংলায় তাঁদের অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হচ্ছে। পরের লোকসভা ভোটে আরও খারাপ হবে। তাই প্রশাসনিক নয়, তদন্তকারী সংস্থাকে এভাবে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল নেতাদের একে একে জেলে পাঠাচ্ছে।"

এক্স হ্যান্ডলে কুণাল ঘোষ সরাসরি নিশানা করেছেন বিজেপি ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। তাঁর বক্তব্য, "শুভেন্দু ও বিজেপি 'ওয়াশিং মেশিন' রাজনীতি করছে। এটা ষড়যন্ত্র। নাহলে এতদিনে শুভেন্দুরই জেলে থাকার কথা।"

তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম নির্ধারণের জন্য কংগ্রেসের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : কংগ্রেস নেতৃত্ব তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছে। শুক্রবার কংগ্রেস নেতৃত্ব দলের সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছে। এই বৈঠকে তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। বৈঠকে নেতৃত্ব দেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কংগ্রেস সভাপতি ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, কংগ্রেস দলের প্রাক্তন প্রধান সোনিয়া গান্ধী, তেলেঙ্গানার নেতারা, পিসিসি প্রধান এ রেভান্থ রেড্ডি সহ অন্যান্যরা। ২৫ অক্টোবর তেলঙ্গানার জন্য সিইসির বৈঠকও করেছিল কংগ্রেস। তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত মোট ৫৫ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে । ৩০ নভেম্বর তেলেঙ্গানায় অনুষ্ঠিত হবে বিধানসভা নির্বাচন। তেলেঙ্গানা রাজ্যে ১১৯টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে । তেলেঙ্গানায় বিআরএস সরকারের পরিবর্তন চাইছে কংগ্রেস।

সুদৃশ্য মণ্ডপ খুলে না ফেলে বিক্রি করতে চায় বড় পুজোগুলো, খদ্দের কোথায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): প্রায় সারা বছরের ভাবনা, উদ্যোগ-আয়োজন আর কয়েক মাসের চেষ্টায় তৈরি হয় দুর্গাপুজোর বড় প্যাণ্ডেল। ডেকোরেটর্স ছাড়াও নামী শিল্পীরাও জড়িত থাকেন এই মণ্ডপ ও থিমের সঙ্গে। পুজোর পর সেগুলো রাতারাতি সেগুলো ভেঙে ফেলতে কোন উদ্যোক্তারই বা ইচ্ছে করে? এই অবস্থায় সুদৃশ্য মণ্ডপ খুলে না ফেলে জেলায় বিক্রি করতে চায় কলকাতার বড় পুজোগুলো। কিন্তু তাদেরও বাজেট কম, তাই সহজে মিলছে না খদ্দের। প্রত্যেক বছর দুর্গাপুজোর শেষে কলকাতার জনপ্রিয় পুজো মণ্ডপগুলির চাহিদা এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে যায়। শুরু হয় তুমুল দর হাঁকাহাঁকি। কারণ কালী বা জগদ্ধাত্রী পুজোতে শহরের পুজো মণ্ডপগুলি দিয়ে নিজদের মণ্ডপ সাজাতে জেলার পুজো কমিটিগুলির মধ্যে থাকে আগ্রহ। এবারও তার অন্যথা হয়নি। পুজো শেষ হতেই কলকাতার সেরা পুজো মণ্ডপগুলি নিয়ে জেলার বিভিন্ন কালী বা জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করেছেন উদ্যোক্তারা।

কলকাতার দুর্গাপুজোর কর্তাদের কেউ তাঁদের মণ্ডপের বিনিময়ে দর হাঁকছেন ১০ লাখ টাকা। আবার কোনও পুজো কমিটি ৩৫ লাখ টাকার কমে মণ্ডপ দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে। পালটা জেলার পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে হাফ দামে মণ্ডপ কেনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জেলার পুজো উদ্যোক্তা জানাচ্ছেন, এত চড়া দামে মণ্ডপ কেনার মতো ""বাজেট নেই।""

জেলার পুজোকর্তারা ধরেই নিয়েছেন মণ্ডপ বিক্রি করতে হলে আখেরে ""লক্ষ্মীলাভ"" হওয়ার সম্ভাবনা কম। সেই কারণে কোনও কমিটি কমদামে মণ্ডপ বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবছেন, কেউ আবার মণ্ডপ খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ রেড রোডের কার্নিভ্যালের পর এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে শহরের পুজো কমিটিগুলি।

যেমন নিউ আলিপুরের সুরুচি সংঘের পুজো মণ্ডপ যাচ্ছে মেদিনীপুরের একটি পুজোয়। বেলেঘাটা ৩৩ পল্লীর মণ্ডপ চন্দনগরের একটি জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটিতে দেখা যাবে। নারী পাচারের উপর থিম তৈরি করে এবার তাক লাগিয়ে দিয়েছিল উত্তর কলকাতার কাশী বোস লেনের পুজো। সাড়ে সাত লাখ টাকার বিনিময়ে সেই পুজো যাচ্ছে চন্দননগরে।

তেলেঙ্গাবাগান, চোরবাগানের মতো পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে একাধিক জেলার পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চললেও কোনও কিছুই এখনও চূড়ান্ত হয়নি। চোরবাগানের সর্বজনীনের পুজো মণ্ডপ ৩৫ লাখ টাকা দর দেওয়া হলেও এখন কথাবার্তা চলছে।

বালিগঞ্জ কালচারালের সঙ্গে শিলিগুড়ির একটি পুজো কমিটিরও কথা চলছে। অন্যদিকে, দমদম পার্ক ভারতচক্র ও দমদম পার্ক তরুণ সংঘের উদ্যোক্তাদের কাছে প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তারা এতে রাজি নয়।

জ্যোতিপ্রিয়র গ্রেফতারীতে সরকারকে চাঁছাছোলা ভাষায় কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রেশন দুর্নীতি মামলায় বাড়িতে তল্লাশি ও ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর শুক্রবার ভোররাতে গ্রেফতার হন বর্তমান বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এর পরেই শুক্রবার এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী চাঁছাছোলা ভাষায় কটাক্ষ করেছেন রাজ্য সরকারকে।

দুর্নীতি কাণ্ডে শাসকদলের মন্ত্রী-বিধায়কের গ্রেফতারির টাইমলাইন তুলে ধরে শুভেন্দুবাবু বলেন, এর পর হয়তো মন্ত্রিসভার বৈঠক ও বিধানসভার অধিবেশন জেলের মধ্যেই ডাকতে হবে।

এই নিয়ে শাসকদলকে তুলোধোনা করতে শুরু করে বিরোধীরা । রাজ্যে বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে শাসক দলের কোন কোন ওজনদার মন্ত্রী-বিধায়ক গ্রেফতার হয়েছেন, তার টাইমলাইন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা । তিনি লেখেন, 'এর পর হয়তো মন্ত্রিসভার বৈঠক ও বিধানসভার অধিবেশন জেলের মধ্যে ডাকতে হবে।'

মাথায় টান পড়বে, জ্যোতিপ্রির গ্রেফতারে প্রতিক্রিয়া সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রেশন দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতার করার পরেই সরব হলেন বিরোধীরা। রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের ইঙ্গিত, এ বার তৃণমূলের 'মাথা'রা তদন্তকারী সংস্থার নিশানা হতে পারেন।

সুকান্তবাবু শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেন, "জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতার তো সময়ের অপেক্ষা ছিল। যে পরিমাণ সম্পত্তি বাকিবুরের পাওয়া গেছে সেই সম্পত্তির উৎস কী? যে পরিমাণ সম্পত্তি পাওয়া গিয়েছে সেটা তো সম্পত্তি নয়, বরং রাজত্ব বলা ভালো। সেই সম্পত্তি বা রাজত্ব আসলে কার? কার সম্পত্তি বাকিবুরের নামে আছে? এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। আমরা এর আগেও জ্যোতিপ্রিয়ের বিরুদ্ধে চাল চুরির অভিযোগ পেয়েছি।"

এর পরেই কোনও নাম না করে সুকান্তবাবুর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, "বোঝাই যাচ্ছে যত চোর হচ্ছে তত চোরের রানির ছটফটানি বাড়ছে। এখন কান এসেছে পরে মাথাও আসবে।" বৃহস্পতিবার বিকেলে জ্যোতিপ্রিয়ের ঠিকানায় ইডি তল্লাশি চলাকালীন সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রীয় শাসকদল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি নেতাদের একাংশ বলছেন, সে দিকেই নিশানা করেছেন সুকান্তবাবু।

শান্তিনিকেতনে জ্যোতিপ্রিয়ের ছ'কোটির বাড়ি প্রসঙ্গে সুকান্তবাবু বলেন, "আমরা বুঝতে পারি না এঁরা কী ধরনের চাকরি বা ব্যবসা করেন যে, এত কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক এত দ্রুত হয়ে যান। ছ'কোটি টাকার বাংলো তিনি কিনেছিলেন। আর এঁরাই গরিব মানুষের ১০০ দিনের কাজের কথা টাকার কথা বলেন। আমার তো মনে হয় এঁদের যা টাকা জমানো আছে সেই টাকা দিয়েই গরিব মানুষের সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেওয়ার যেতে পারে। ১০০ দিনের প্রকল্পের যত টাকা সব এঁদের একাউন্টে ঢুকেছে বলে আমার অনুমান। এঁরাই চুরি করেছেন ১০০ দিনের টাকা।"

ভারতের সমুদ্রপথ এদেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সংযোগ দৃঢ় করেছে, মন্তব্য রাষ্ট্রপতির

চেন্নাই, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): কান্ডলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত বন্দর ভারতের জন্য উপলব্ধ সমুদ্রপথগুলি তাকে বিশ্বের বাকি সব অংশের সাথে সংযুক্ত করেছে। শুক্রবার ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু চেন্নাইয়ে ইণ্ডিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অষ্টম সমাবর্তনে বলা এই মন্তব্য এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন।

এক্স হ্যাণ্ডেলে তিনি সাতটি পৃথক ভাগে লিখেছেন, "ভারত এবং ভারতীয়রা জাহাজ কোম্পানি, আন্তর্জাতিক বন্দর, হাব ও জাহাজ পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করছে। তার চেয়েও বলা ভাল বিশ্ব অর্থনীতিকে পরিচালনা করছে ভারত।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩ এর সফল অবতরণের পর, আমরা এখন ”সমুদ্রযান” মিশনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এটি ৬,০০০ মিটার গভীর সমুদ্রের জল অন্বেষণ এবং গভীর সমুদ্রের সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্যের মূল্যায়ন অধ্যয়নের জন্য একটি যুগান্তকারী যাত্রা।

এই মাসের শুরুর দিকে, গ্লোবাল মেরিটাইম ইন্ডিয়া সামিটের তৃতীয় সংস্করণে ১০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এটি ”অমৃত কাল ভিশন ২০৪৭” অর্জনে সাহায্য করবে। তদুপরি, ভারত সরকার তার ”সমৃদ্ধির জন্য বন্দর এবং অগ্রগতির জন্য বন্দর” এর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে।সাগরমালা পরিকল্পনা 'বন্দর উন্নয়ন' থেকে 'বন্দর-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন' এর দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সাগরমালার পরিকল্পিত 'বন্দর-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন' এর পাঁচটি স্তম্ভ হল বন্দর আধুনিকীকরণ, বন্দর সংযোগ, বন্দর-নেতৃত্বাধীন শিল্পায়ন, উপকূলীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, এবং উপকূলীয় জাহাজ চলাচল বা অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন।

বণিক এবং বেসামরিক জাহাজ নির্মাণ শিল্পে, আমাদের দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ মানের জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে। ভারতীয় বন্দরগুলির কার্যক্ষম দক্ষতা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর সময় বিশ্বব্যাপী গড় সাফল্যের সাথে তুলনীয়।

তামিলনাড়ু সামুদ্রিক চাষীদের দেশ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের প্রমাণ রয়েছে। কলিঙ্গ নামে পরিচিত ওডিশার লোকেরাও সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াত করেছিল। বালি যাত্রার ঐতিহ্য এখনও ওড়িশায় জনপ্রিয় এবং এটি প্রায় এক সপ্তাহ ধরে অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসের একটি সরাসরি এবং সংক্ষিপ্ত পাঠ দেখানোর জন্য এটা যথেষ্ট যে যিনি সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর সমগ্র বিশ্বে যাতায়ত রয়েছে।"

প্রতি সপ্তাহে অন্তত আড়াই কোটি মানুষের রেশনের টাকা লুট, অভিযোগ সুজনের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতার করার পরেই তোপ দাগলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তাঁর অভিযোগ, রেশনকাণ্ডে প্রতি সপ্তাহে অন্তত আড়াই কোটি মানুষের রেশনের টাকা লুট করেছেন জ্যোতিপ্রিয়-সহ রাজ্যের শাসকদলের নেতারা!

জ্যোতিপ্রিয়ের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে সুজনবাবুর দাবি, "মুখ্যমন্ত্রী জানতেন জ্যোতিপ্রিয় গ্রেফতার হবে। কারণ, দিল্লির সব তিনি খবর পান।" অতীতে কলকাতা পুলিশের কমিশনার রাজীব কুমারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় ধর্না দিলেও জ্যোতিপ্রিয়ের জন্য কেন সিজিও কমপ্লেক্স ঘেরাও করলেন না, সে প্রশ্নও তোলেন তিনি।

সেই সঙ্গে সুজনবাবুর দাবি, রাজ্য সরকার ১০ কোটি মানুষকে রেশন দেওয়ার দাবি করলেও, সে হিসাবে বিপুল গরমিল রয়েছে। তিনি বলেন, "আমি বিধায়ক থাকাকালীন একাধিক বার বিধানসভায় বিষয়টি জানতে চেয়েছিলাম। রাজ্যে জনসংখ্যা সাড়ে ন'কোটি। অন্তত ২০ শতাংশ মানুষ রেশন তোলেন না। খুব বেশি হলে সাড়ে সাত কোটি মানুষ নেন। তা হলে আড়াই কোটি যাচ্ছে কোথায়?"

গ্রেফতারির পর জ্যোতিপ্রিয় বলেন, "আমি ষড়যন্ত্রের শিকার।" সেই প্রশ্ন তুলে সুজনবাবুর প্রশ্ন, "তবে কি যিনি ওঁকে মন্ত্রী করেছিলেন, তিনিই ষড়যন্ত্র করেছিলেন?"

ডেঙ্গির ছোবলে মৃত্যু কলকাতার এক চিকিৎসকের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবার ডেঙ্গির ছোবলে মারা গেলেন কলকাতার এক চিকিৎসক। বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। ডেঙ্গি পরীক্ষার রিপোর্ট ছিল পজিটিভ। একের পর এক মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক বাড়ছে সকলের।

জানা গিয়েছে, এবারের মৃতের নাম অনিমেষ মাঝি। বাঁকুড়ার খাতরার বাসিন্দা তিনি। এসএসকেএম হাসপাতালে অর্থোপেডিকে স্নাতকোত্তর করছিলেন তিনি। থাকতেন কলকাতায়।

বেশ কিছুদিন ধরে নতুন করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ডেঙ্গি। রাজ্য জুড়ে ক্রমশ বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। ইতিমধ্যেই ডেঙ্গির বলি হয়েছেন অনেকেই। পরিস্থিতি মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য। তা সত্ত্বেও ডেঙ্গি থাবা বসাচ্ছে শহর থেকে জেলায়।

সূত্রের খবর, গত কিছুদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন অনিমেষবাবু। স্বাভাবিকভাবেই ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হয়। রিপোর্ট আসে পজিটিভ। এসএসকেএম হাসপাতালেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে পর পর দুবার হার্ট অ্যাটাক হয় তাঁর। তার পরই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

কার্নিভ্যালের মঞ্চ প্রস্তুত, ৩৩ দিন পর বাড়ির বাইরে আসবেন মমতা

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর, (হি.স.): শুক্রবার রেড রোডের কার্নিভালের প্রস্তুতিপর্ব শেষ। মোট ৯৬টি পুজো এতে অংশ নেবে।এতে অংশ নেওয়ার জন্যই ৩৩ দিন পর বাড়ির বাইরে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্নিভালে নৃত্য পরিবেশন করবেন নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্কুল 'দীক্ষামঞ্জরী'র ছাত্রছাত্রীরা। যে গানটির সঙ্গে ডোনা এবং তাঁর সহশিল্পীরা অনুষ্ঠান করবেন, সেটি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গেয়েছেন মনোময় ভট্টাচার্য।

স্পেন ও দুবাই সফর সেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ফিরেছিলেন গত ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। তার পরের দিন এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর পায়ের পুরনো জায়গায় নতুন করে চোট পাওয়ার চিকিৎসা হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর চিকিৎসকদের পরামর্শে গৃহবন্দি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার ৩৩ দিন পর তিনি বাড়ির বাইরে পা রাখবেন। বিকেলে তাঁর গন্তব্য রেড রোডের পুজো কার্নিভাল।

এই ৩৩ দিন ঘরে থাকলেও প্রশাসন ও দলীয় কর্মসূচির নিয়মিত তদারকি করেছেন। শুধু সশরীরেই থাকতে পারেননি। অক্টোবরের ২ এবং ৩ তারিখ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে দিল্লিতে তৃণমূলের আন্দোলন ছিল। সেখানেও যেতে পারেননি তৃণমূলনেত্রী।

তার পর ৫ অক্টোবর থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজভবনের উত্তর গেটের সামনে ধর্নাতেও ছিলেন না। এ বার মহালয়ার আগে থেকে পুজো উদ্বোধনও বাড়ি থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে করেন মুখ্যমন্ত্রী। মহালয়ার দিন দলের মুখপত্রের উৎসব সংখ্যা উদ্বোধনও করেন ভার্চুয়ালি। গত ১২ অক্টোবর বাড়িতেই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী।

'আরও অনেকে গ্রেফতার হবেন', খোঁচা দিলীপ ঘোষের

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর, (হি.স.): জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারি নিয়ে সন্তোষের সুর বিজেপি নেতাদের। দিল্লিতে বসে বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, ”কে কে গ্রেফতার হবে, তার লম্বা তালিকা তো তৈরিই আছে।”

দিলীপবাবু সাংবাদিকদের বলেন, "আর গ্রেফতার হবে নাই বা কেন? সাধারণ মানুষের সঙ্গে এত দুর্নীতি করলে গ্রেফতার তো হতেই হবে। শুভেন্দু অধিকারী চাইলে তৃণমূলের সব এমপি, এমএলএ-দের সবাইকে জেলে ঢোকাতে পারে।" প্রসঙ্গত, টানা প্রায় ২১ ঘণ্টা বাড়িতে তল্লাশির পর শুক্রবার ভোরে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সকালে তাঁকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর দুপুরে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হচ্ছে।

জগৎবল্লভপুরের দুটি মন্দিরে চুরি, গায়েব লক্ষাধিক টাকার গয়না

হাওড়া, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): গভীর রাতে দু-দুটি মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে। মন্দির কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরেরা। তদন্ত শুরু করেছেন জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ।

সাতসকালে জগৎবল্লভপুরের পাইকপাড়া এলাকায় এই ধরনের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার গভীর কাল রাতে কে বা কারা পাইকপাড়া এলাকার একটি প্রাচীন কালী মন্দিরের তালা ভেঙে বিগ্রহের সোনার গহনা চুরি করে পালায় বলে অভিযোগ।

এলাকার বাসিন্দারা জানান, লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না চুরি করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রায় একই প্রায় সঙ্গে ২০০ মিটার দূরে

ভিন রাজ্যে বাঙালির অবস্থান নিয়ে ব্যঙ্গ তথাগতের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): ভিন রাজ্যে বাঙালির অবস্থান নিয়ে শুক্রবার এক্স হ্যাণ্ডেলে ব্যঙ্গ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। প্রবাল ঘোষ নামে এক ব্যক্তি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "বাংলা সহায়তা কেন্দ্র নামে একটি নির্দিষ্ট অফিস থেকে বাংলার সব ধরনের সরকারি পরিষেবা এখন এক জানালাতে পাওয়া যায়। এটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি। বার্তাটি সকল পূজা মন্ডপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনিও এই বার্তাটি গণমাধ্যমের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিন।"

প্রতিক্রিয়ায় তথাগতবাবু লিখেছেন, "বদলে গেছে তো বটেই। আগে বাঙালিরা প্রবাসে গিয়ে ন্থস্তুত্র ত্বদ্রননখ কাজ করতেন। আর এখন গুজরাট থেকে হরিয়ানা থেকে কেরালা বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক দেখা যায় যারা ঘর মোছার মতো কাজ করে। তাদের সংখ্যা বোঝা গিয়েছিল কোভিড-এর সময়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাঠানো ভুয়ো পরিসংখ্যান কেউ বিশ্বাস করে না।"

শিক্ষার দুর্নীতির চেয়ে রেশন দুর্নীতি অনেক অনেক বড়, দাবি অধীরের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): "টাকার অঙ্কে রেশন দুর্নীতির তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি 'ছোট শিশু মতো"! বনমন্ত্রী তথা রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারিতে এই মন্তব্য করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, "শিক্ষার দুর্নীতির চেয়ে রেশন দুর্নীতি অনেক অনেক বড় মাপের। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পরিকল্পিত লুঠ হয়েছে। সাধারণ মানুষের পেটের ভাত কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের কিছু অংশে হালকা বৃষ্টিপাত

চেন্নাই, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের কিছু অংশে শুক্রবার সকালে হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপক্রান্তীয় ঘূর্ণাবর্তের কারণে এই বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

তামিলনাড়ুর এগমোর, চেন্নাই, পুরাসাওয়ালকাম এবং থোরাইপাক্কামের মতো এলাকায় এদিন সংক্ষিপ্ত কিন্তু অবিরাম বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার, আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর(আরএমসি) জানিয়েছিল, শহরের কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতর শুক্রবার আরও জানিয়েছে যে, শহর এবং শহরতলির আকাশ আগামী ৪৮ ঘন্টা আংশিক মেঘলা থাকবে।

রাজভবনে পৌঁছোয়নি রেড রোড কার্নিভালের আমন্ত্রণ

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর, (হি.স.): শুক্রবার কলকাতায় রেড রোডে ঝাঁ-চকচকে পুজোর কার্নিভাল। কিন্তু, সেই কার্নিভালের জন্য রাজভবনে কোনও আমন্ত্রণ যায়নি বলেই সূত্রের খবর।
প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্কের তিক্ততা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ও ধনখরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল রেড রোডে পুজোর কার্নিভালে। যদিও পরে আক্ষেপের সুরে ধনখর বলেছিলেন, কার্নিভালে ডেকে তাঁকে 'অপমানিত' করা হয়েছে।
শুক্রবার যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেড রোডে পুজোর কার্নিভালে ব্যস্ত থাকবেন, তখন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ব্যস্ত থাকবেন অন্য একটি কর্মসূচিতে। শুক্রবার দুপুর সাড়ে তিনটের সময় রাজভবনের পূর্ব দিকের লনে বিএসএফের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তিনি। সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও নেহরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে 'মেরি মাটি, মেরা দেশ' কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে রাজভবনে। সেখানেই থাকবেন রাজ্যপাল বোস।
ধনখর জমানায় রাজ্য-রাজভবন তিক্ততার মধ্যেও কার্নিভালের আমন্ত্রণ পেয়েছিল রাজভবন। তবে এবার সেটাও হয়নি বলে রাজভবন সূত্রে খবর। পুজোর কার্নিভালের জন্য রাজ্যপালকে এবার আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়নি বলেই রাজভবন সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। এমন অবস্থায় আজ দুপুরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস উপস্থিত থাকবেন রাজভবনে বিএসএফ-এর এক কর্মসূচিতে।

সৈকত

● প্রথম পাতার পর

জজ শুভাশিস শর্মা রায় ৬ দিনের পুলিশ হাজতের নির্দেশ দেন সৈকতকে। এমনটাই জানিয়েছেন আইনজীবী সম্রাট কর ভৌমিক। তিনি জানান, অপর চারটি মামলায় ২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক। ৬ দিনের রিমান্ড শেষে সৈকত তলাপাত্রকে জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। ২ তারিখ ফের তাকে আদালতে তোলা হবে। ২ নভেম্বরে মধ্যে পুলিশের তদন্ত শেষ করতে হবে বলেও আদালত স্পষ্ট জানিয়েছেন বলে জানান আইনজীবী।

তিন জন

● প্রথম পাতার পর

দেয়। এতে করে অটোটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। ঘটনায় অটোতে থাকা তিনজন গুরতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার বিকট শব্দে ছুটে আসেন আশপাশের স্থানিয়রা। খবর পাঠানো হয়েছে দমকল বাহিনীকে। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে তারা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধিন।

যাত্রীরা

● প্রথম পাতার পর

যোগ করেন, বিমান যাত্রীদের নিরাপদেই নামানো হয়েছে। বিমানে মোট ১২৪ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের অন্য বিমানে কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, বিমানটি বর্তমানে এমবিবি বিমান বন্দরে সারাই হচ্ছে। আগামীকাল সারাই হওয়ার পর বিমানটি আগরতলা থেকে ফিরে যাবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছ'দিন পতনের পর কিছুটা ছন্দে শেয়ার বাজার, ৬৩৪ পয়েন্ট উঠল সেনসেক্স

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): শেয়ার বাজারের দুর্দিন কিছুটা কাটল। ১৮ অক্টোবর থেকে ছ'দিনে ৩২৭৯.৯৪ পয়েন্ট নেমেছে সেনসেক্সের সূচক, পাল্লা দিয়ে বড় ক্ষতির মুখে পড়েছিল নিফটিও। সপ্তাহের শেষ দিন ছন্দে ফিরল শেয়ার বাজার।শুক্রবার সকাল থেকেই ঊর্ধমুখী ছিল শেয়ার বাজারের সূচক। দিনের শেষে বৃহস্পতিবারের তুলনায় ৬৩৪.৬৫ পয়েন্ট উঠে ৬৩, ৭৮২.৮০ পয়েন্টে শেষ করল সেনসেক্স। অন্য দিকে, ১৯০.৯০ পয়েন্ট বেড়ে ১৯০৪৭.২৫ পয়েন্টে থামল নিফটি।সেক্টরগুলির তালিকায় শুক্রবার ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে (এনএসই) এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই) সব সেক্টরই লাভের ঘরে শেষ করেছে। বিএসইতে সবচেয়ে বেশি লাভ করেছে ইউটিলিটি, মিডক্যাপ সিলেক্ট, পাওয়ার। এনএসইতে এ দিন লাভের তালিকায় সবার উপরে সরকারি ব্যাঙ্ক, মিডিয়া, মাইক্রোক্যাপ ২৫০। এর মধ্যে সরকারি ব্যাঙ্ক লাভের পরিমাণ ৪.১১ শতাংশ।সংস্থাগুলির তালিকায় সপ্তাহের শেষ দিন সেনসেক্সে লাভ করেছে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, এইচসিএল টেক, স্টেট ব্যাঙ্ক, টাটা মোটরস, এটিপিসি। নিফটিতে এই তালিকায় রয়েছে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, এইচসিএল টেক, কোল ইন্ডিয়া, আদানি এন্টারপ্রাইজ, স্টেট ব্যাঙ্ক। সেনসেক্সে ক্ষতির মুখে পড়েছে এশিয়ান পেন্টস, আলট্রাটেক সিমেন্ট, আইটিসি। সেনসেক্স এবং নিফটিতে লাভের তালিকায় শীর্ষে থাকা অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ যথাক্রমে ৩.০৭ এবং ৩.১৬ শতাংশ।

বিএসএফ-এর সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এর ১৬ নম্বর বাহিনীর উদ্যোগে করিমগঞ্জের সুতারকান্দিতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২৫টি হুইল চেয়ার, ৩৩টি ট্রাই-সাইকেল এবং ৫টি হিয়ারিং এইড বিতরণ করা হয়েছে।উপস্থিত ছিলেন মিজোরাম-কাছাড় ফ্রন্টিয়ারের আইজি অখিলেশ্বর সিং, কমাডেন্ট সঞ্জয় কুমার, সেকেন্ড ইন কমান্ড অরুণ কুমার ডিপুটি কমাডেন্ট কিশন কুমার, করিমগঞ্জের সদর এসডিও অমৃত গার্লোসা, সহকারী আয়ুক্ত কমিশনার প্রিয়াঙ্কা ইয়ামনাম।অনুষ্ঠানে মিজোরাম-কাছাড় ফ্রন্টিয়ারের আইজি অখিলেশ্বর সিং বলেন, বিএসএফ সর্বদায় জনগণকে সাহায্য করার কাজে নিয়োজিত থাকে। বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রহরার পাশাপাশি সামাজিক কাজকর্ম ও তাদের কাছে জরুরি বলে মনে করে বিএসএফ। অসহায় জনগণকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে প্রতি বছর এই ভাবে অনুষ্ঠান আয়োজন করে সামগ্রী বিতরণ করা হয় বলে জানান তিনি।

হরিয়ানার সোনিপাতে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু অটো চালকের

সোনিপাত, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : হরিয়ানার সোনিপাতে গাড়ির ধাক্কায় এক অটো চালকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সৈয়দপুরের খারখোদা গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় এক অটোচালকের মৃত্যু হয়েছে।দুর্ঘটনায় আহত চালককে দিল্লির পুথ খুর্দে মহর্ষি বাল্মিকি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক অটো চালককে মৃত ঘোষণা করে। অটো চালকের নাম মায়াঙ্ক।মৃতের ভাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে সৈয়দপুর চৌকি থানায় পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। সোহটি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন মৃত অটো চালক মায়াঙ্ক। মৃতের ময়নাতদন্তের পর পুলিশ দেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে।

করিমগঞ্জে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রাইম মিনিস্টার্স স্কলারশিপ স্কিমে দরখাস্ত আহ্বান

করিমগঞ্জ (অসম) ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : প্রাইম মিনিস্টার্স স্কলারশিপ স্কিম বা পিএমএসএস এর অধীনে করিমগঞ্জ জেলার আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স ও কোস্টগার্ডের প্রাক্তন কর্মী ও বিধবাদের সন্তান যারা এই স্কিমে দেওয়া প্রফেশনাল ডিগ্রিতে যোগ দিয়েছে তাদেরকে স্কলারশিপ প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।
শুধু ছাত্র-ছাত্রী যারা দ্বাদশ শ্রেণীতে ৬০ শতাংশ বা তার উর্ধে মার্ক নিয়ে পাস করেছে তারা এতে আবেদনের জন্য যোগ্য। এই স্কিমে নতুন দিল্লিস্থিত কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড থেকে বার্ষিক স্কলারশিপ ছেলেদেরকে ৩০ হাজার টাকা এবং মেয়েদের ৩৬ হাজার টাকা প্রদান করা হবে।
এতে দরখাস্ত অনলাইন যোগে জিলা সৈনিক ওয়েলফেয়ার অফিসের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে এবং অনলাইন যোগে দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। এই স্কলারশিপ শুধু আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স ও কোস্টগার্ডের প্রাক্তন কর্মী ও বিধবাদের সন্তানদের জন্য। এতে অসামরিক ছাত্রছাত্রীরা এর জন্য যোগ্য নয় বলে করিমগঞ্জের জিলা সৈনিক ওয়েলফেয়ার অফিসার এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

হাইলাকান্দিতে প্রতি মাসে ১০ তারিখ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত অন্ন সেবা সপ্তাহ

হাইলাকান্দি (অসম) ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্য সরকারের নির্দেশে হাইলাকান্দি জেলায়ও প্রতি মাসের ১০ তারিখ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত অন্ন সেবা সপ্তাহ পালন করা হবে। এই সপ্তাহে রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩র অধীনে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার চাল হিতাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে।উল্লেখ্য এতে অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনার অধীনে প্রতি পরিবারের জন্য ৩৫ কিলোগ্রাম করে চাল এবং প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড অর্থাৎ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিবারের প্রতি জন সদস্যের জন্য ৫ কেজি করে চাল প্রতিমাসে দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রকল্পের সুবিধা প্রাপ্ত হাইলাকান্দি জেলার উপকৃতদেরকে প্রতিমাসের এই সপ্তাহে রেশন দোকান থেকে বিনামূল্যের এই চাল সংগ্রহ করতে প্রশাসন থেকে আবেদন জানানো হয়েছে। এই চাল সংগ্রহের সময় ই-পস মেশিন থেকে সৃষ্ট রশিদ নিতেও প্রশাসন থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।এদিকে হাইলাকান্দি জেলায় প্রতি মাসে অন্ন সেবা সপ্তাহ পালনের সময় সব উপকৃতদের হাতে সুষ্ঠুভাবে তাদের চাল তুলে দিতে প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার হাইলাকান্দিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সরবরাহ বিভাগের দায়িত্বে থাকা এডিসি লাইরহলু খেনতে এর পৌরোহিত্যে সভায় জেলার সব বিডিও এবং সমবায় সমিতিগুলির সচিবরা অংশ নেন। সভায় উপকৃতরা যাতে এই সপ্তাহের মধ্যে তাদের চাল পেতে পারেন সে ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশাসনিক নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হয়।

কোন হাসপাতাল, তা নিয়েও নাটক এজলাসে

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): এজলাসে একপ্রস্থ নাটকের পর কোর্টরুমে অসুস্থ হয়ে পড়া মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নিয়ে যাওয়া হল ইএম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে।বিচারক ইডি-র দাবি অনুযায়ী প্রথমে অসুস্থ মন্ত্রীকে কম্যাণ্ড হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু এজলাসে উপস্থিত জ্যোতিপ্রিয়বাবুর পরিবারের সদস্যরা ও আইজীবী বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে চান। বিচারক প্রশ্ন করেন, কেন কম্যাণ্ড হাসপাতালে চিকিৎসা হয় না? কিন্তু মন্ত্রীর বাড়ির লোকেরা অনমনীয় থাকেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, কলকাতা পুলিশের অ্যাম্বুল্যান্সে হাসপাতালে যাবেন না বালু। বদলে অন্য অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে পাঠানো হয়। চলে সেই অ্যাম্বুল্যান্স এসে পৌঁছনোর অপেক্ষা।মন্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে রওনা হয় নতুন অ্যাম্বুল্যান্স। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী এবং কন্যা। বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। কোর্ট জানায় হাসপাতালবাসের খরচ জোগাবে পরিবারই।অ্যাম্বুল্যান্সের জানলা দিয়ে দেখা যায় বাবার গায়ে নিজের সালোয়ারের ওড়না চাপা দিয়ে রেখেছেন কন্যা। এসি অ্যাম্বুল্যান্সে সম্ভবত ঠান্ডা লেগে থাকবে মন্ত্রীর। কন্যা প্রিয়দর্শিনী হয়তো ও ভাবেই তাঁকে সাময়িক স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ওই বেসরকারি হাসপাতালে ঢোকে অ্যাম্বুল্যান্স। তাঁর সঙ্গে স্ত্রী-কন্যা ছাড়াও ছিলেন ইডির অফিসার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী।

অনুব্রত মণ্ডলের ভাইকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ

বোলপুর, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) অনুব্রত মণ্ডলের ভাইকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় বোলপুর থানার অভিযোগ জানাতে এসে থানার মধ্যে পরে থাকতে দেখা যায় তাকে।সোস্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।পুলিশে লিখিত অভিযোগ করার পরেও তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ বোলপুর থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। অনুব্রতর ভাই বলেই মারধর ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ সুমিত মণ্ডলের।বর্তমানে গোরু পাচার মামলায় তৃণমূল বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল তিহার জেলে বন্দি। তাঁর খুড় তুতো ভাই সুমিত মণ্ডলকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। অনুব্রত মণ্ডলের নীচুপট্টীর বাড়ি সংলগ্ন বোলপুরের বাড়িপুকুরের কাছে বিসর্জনের সময় সুমিত মণ্ডলের উপর হামলা করে এলাকার দুই যুবক।সুমিতের অভিযোগ, কামরুল আলি এবং আকাশ কুণ্ডু নামের দুই যুবক তাঁকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। সেই অবস্থায় বোলপুর থানায় আসে সে। কিন্তু, থানায় লিখিত অভিযোগ করা সত্ত্বেও তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়নি পুলিশ।
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে, মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় অনুব্রত মণ্ডলের ভাই সুমিত মন্ডল বোলপুর থানায় ছটফট করছেন। তিনি সেই সময় বারবার তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু পুলিশ সেই সময় তাকে সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ।অনুব্রতর মণ্ডলের ভাই সুমিতের অভিযোগ, 'থানায় এসে সবটা জানানো সত্ত্বেও পুলিশ আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি। অনুব্রত মণ্ডলের ভাই বলেই আমাকে মারধর করা হয়েছে। আর যেহেতু আমার দাদা তিহারে বন্দি তাই পুলিশ অসহযোগিতা করছে। আমি প্রচণ্ড অসুস্থতা বোধ করছি। এটা বলার পরেও পুলিশ আমাকে হাসপাতালে নিচ্ছে না।'এদিন, থানার মধ্যেই রক্তাক্ত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ পরে থাকতে দেখা যায় অনুব্রত মণ্ডলের ভাই সুমিত মণ্ডলকে। থানার মেঝেতে পরেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য চিৎকার করতে দেখা যায় তাঁকে। তাও তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি বোলপুর থানার পুলিশ।এমনকি, কর্তব্যরত অফিসারকে দেখা যায় পোষাকহীন অবস্থায় ডিউটি করতে। পরে পরিবারের লোকজন এসে তাকে থানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করায়।প্রসঙ্গত, অনুব্রত মন্ডলের তুতো ভাই সুমিত মন্ডল একসময় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং বিজেপিতে দীর্ঘদিন কাটানেযদিও পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

দুর্নীতিকাণ্ডে মমতার ভূমিকা খতিয়ে দেখতে ইডি-কে আর্জি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রেশন বণ্টন দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এবার চড়ছে রাজ্য রাজনীতির পারদ। রেশন বণ্টন দুর্নীতিকাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে ইডির ডিরেক্টরকে আর্জি জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স পোস্টে ওই আর্জি জানান তিনি।শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বিরোধী দলনেতা লেখেন, ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত খাদ ও সরবরাহমন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কেন্দ্রীয় এজেন্সির নজর থেকে বাঁচাতে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২১ সালে খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী করেননি।শুভেন্দুবাবুর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বেআইনিভাবে টাকা তুলুন এবং তার অংশ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠান। সেই জন্য জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে মুখ্যমন্ত্রী ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্য কেনা ও সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল এসেনশিয়াল কমোডিটিস সাপ্লাই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করেন, এমনই অভিযোগ বিরোধী দলনেতার।রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। ২০ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শিক্ষা দুর্নীতিতে পার্থবাবুর পর এবার রেশন দুর্নীতিতে ইডির জালে জ্যোতিপ্রিয়বাবু। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে মন্ত্রী "ঘনিষ্ঠ" ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানকে।

একমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতিই পারে বিশ্বকে সঠিক পথ দেখাতে: কৃষ্ণ গোপাল

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): ভারতীয়দের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকার বিষয়ে জোর দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহ সরকার্যবাহ ডক্টর কৃষ্ণ গোপাল। শুক্রবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে সোহান সিং সেবা ট্রাস্ট আয়োজিত এক বক্তৃতার সময় ডক্টর কৃষ্ণ গোপাল বলেন, একমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতিই বিশ্বকে সঠিক পথ দেখাতে পারে।
এদিন দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে ''বর্তমান সভ্যতার সংকট ও সমাধান'' শীর্ষক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি আদর্শ গয়াল (অবসরপ্রাপ্ত) এবং সংঘের সর্বভারতীয় পরিবেশ প্রধান গোপাল আর্য। প্রয়াত সোহান সিং ছিলেন সংঘের প্রচারক। এদিনের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভারতীয়দের আমাদের সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং পশ্চিমা সভ্যতার দোষ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে হবে। তিনি বলেন, একমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতিই বিশ্বকে সঠিক পথ দেখাতে পারে। কোভিড সময়কালে, আমরা অন্যদের মঙ্গলকে কেন্দ্র করে এই একই চিন্তাভাবনা প্রদর্শন করেছি।সংঘের সহ সরকার্যবাহ বলেন, ভারতে ঈশ্বর ও সৃষ্টিকে আলাদাভাবে দেখা যায় না। এ কারণে আমরা সৃষ্টিকর্তার মত সৃষ্টিকে সম্মান করি। আমরা সৃষ্টিকে নিজেদের জন্য বিবেচনা করি না বরং নিজেকে এর একটি অংশ মনে করি। সেজন্য আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্টির কাছ থেকে পেতে চাই। পশ্চিমের চিন্তাধারা এর বিপরীত। তারা ঈশ্বর ও সৃষ্টিকে আলাদা মনে করে। তারা সৃষ্টিকে নিজেদের জন্য বিবেচনা করে এবং যতটা সম্ভব গ্রাস করতে চায়। এ কারণে আজ আমরা পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো নানা সমস্যা দেখছি।
কৃষ্ণ গোপাল আরও বলেন, পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবে আজ আমরা ভোগ ও বাজারবাদকেও গুরুত্ব দিতে শুরু করেছি। এ কারণে ভারতে পরিবারগুলো ছোট হয়ে আসছে এবং সামাজিকীকরণ কমে যাচ্ছে। আমাদের খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে আমাদের জীবনধারা সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ কারণে দেশে আজ রোগ ও স্থূলতার মতো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

গাজায় মাটির তলায় চাপা পড়ে রয়েছে কয়েক হাজার দেহ, দাবি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

জেনেভা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষের জেরে গাজায় মাটির তলায় চাপা পড়ে রয়েছে কয়েক হাজার দেহ! এমনই দাবি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু'।প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষের। প্রথমে হামাস ইজরায়েলে রকেট ছুড়ে হামলা করে। পরে ইজরায়েলি সেনা পালটা আক্রমণ করে হামাসের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। এই পরিস্থিতিতে ঠিক কতজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন গাজায়? এবিষয়ে এখনও সঠিক তথ্য দেওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি 'হু'র। এক 'হু'-র কর্তা জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে যে তথ্য রয়েছে তা থেকে মনে করা হচ্ছে এখনও কয়েক হাজার দেহ রয়ে গিয়েছে মাটির তলায়। সেই হিসেব বাদ দিয়ে মৃতের সংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া যে কঠিন তা জানিয়েছেন তিনি।
এদিকে শুক্রবার বিবৃতি জারি করে ইজরায়েলের সেনা জানায়, "মধ্য গাজার জঙ্গি ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে অভিযান চলেছে। প্রচুর ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে, সেই সঙ্গে হামাস জঙ্গিদেরও নিকেশ করা হয়েছে। তবে অভিযান সেরে ফের ইজরায়েলে ফিরে এসেছে বাহিনী।'' অভিযানের নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বিভাগ।অন্যদিকে, হামাসের টানেলগুলোকে নিশানা করে নয়া রণকৌশল নিচ্ছে ইজরায়েল। গাজা সীমানায় ৮০ মিটার গভীরে প্রায় একশো কিলোমিটার লম্বা টানেল রয়েছে। সেই টানেল ব্যবহার করে তারা যেন ইজরায়েলে হামলা চালাতে না পারে, সেই জন্য নতুন কায়দায় আক্রমণের পরিকল্পনা চলছে।

বড় মাপের আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত একটি চক্র, দাবি শুভেন্দু

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): কেবল বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক নন, তাঁর স্ত্রী-কন্যা ও ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তি বড় মাপের আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত। শুক্রবার মুরলিধর সেন লেনের বিজেপি দলীয় দফতরে এ ব্যাপারে বিশদ সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুবাবু বলেন, ভারতে কোনও রাজ্যে পিডিএস-এ (গণবন্টন অর্থাৎ রেশন ব্যবস্থায়) এত বড় দুর্নীতি হয়নি। চাল-গম-চিনির যে অবৈধ চোরাকারবার চলছিল, সেটা অনেক দিনের। এ কারণে নির্দিষ্ট অভিযোগের এ সুব্বাইয়া নামে একজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে নিয়োগ করেছিল 'হোমপার' বিভাগ। তাঁর অবসরের পর কেন্দ্রীয় সরকার প্রভিডেন্ড ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটির টাকা আটকে দেয়। আরও একটি নির্দিষ্ট অভিযোগ ইডি-র কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেটার কিছু হয়নি। এইসব বেআইনি কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্রয়ে দলের কাজে ব্যবহৃত হত।শুভেন্দুবাবু বলেন, মানি লণ্ডারিংয়ের মত অর্থপাচারের ক্ষেত্রেও জড়িত ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় ও তাঁর সঙ্গীরা। এই চক্রের সঙ্গে বাকিবুর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। ইতিমধ্যে কলকাতা ও বেঙ্গালুরুতে বাকিবুরের দুটি হোটেলের খোঁজ মিলেছে। চারটি আটাকল প্রত্যক্ষ এবং আরও সাতটি আটাকল পরোক্ষভাবে এইসব কারচুপির সঙ্গে যুক্ত দাবি করে সেগুলোর নামের তালিকাও দেন শুভেন্দুবাবু।নোটবন্দীর সময় জ্যোতিপ্রিয়র কন্যা প্রিয়দর্শিনীর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৯৩ টাকা জমা পড়ে। ওই অ্যাকাউণ্ট নম্বরের (০৩১৭০১০১৫৯১২৮) উল্লেখ করে শুভেন্দুবাবু অভিযোগ করেন, জেরার মুখে ওই টাকার উৎস হিসাবে প্রিয়দর্শিনী যুক্তি দেখান প্রাইভেট টিউশন করে টাকাটা জমিয়েছেন।ওই অর্থবর্সে তাঁর আয় ছিল ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৬। প্রায় একই সময় জ্যোতিপ্রিয়র স্ত্রী মনিদীপা মল্লিকের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে ৪ কোটি ২৯ লক্ষ ২০ হাজার ২১১ টাকা। এই দুটো মিলিয়ে ৮ কোটি টাকার কাছাকাছি। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কলকাতা হাইকোর্টের ব্রিফলেস আইনজীবী ছিলেন। কোনও কালে সওয়াল করেছেন কিনা, জানা নেই। বিভিন্ন জায়গায় তাঁর এবং পরিবারের স্থাবর, অস্থাবর এত সম্পত্তি কী করে হয়?শুভেন্দুবাবু বলেন, তদন্ত যদি ঠিকমত এগোয় তাহলে মমতা ব্যানার্জির তথাকথিত প্রিয় মন্ত্রীর আরও বেশি সম্পত্তির হদিশ পাওয়া যাবে। এই সঙ্গে আব্দুল খালেক, মনোহর গুপ্তা, মহিন্দর আগরওয়াল, বিমল ডালমিয়া, অমিত কুণ্ডুর মত কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বা এজেন্ট এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। এই চক্রের সুবিধার্থে অচিন্ত্য পতি নামে এক ডব্লুবিসিএসঅফিসারকে রাখা হয়েছে খাদ্যভবনে। চিনি সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রেও বছরের পর বছর হয়েছে বড় কারচুপি।

কার্নিভাল

● প্রথম পাতার পর

অংশ নেন বিশালগড় পুর পরিষদ এলাকার ১১ টি ক্লাব। প্রতিমা সহ সুসজ্জিত শোভাযাত্রা করে একে একে অংশ নেন পূজা আয়োজকরা। এবং নিজ নিজ ক্লাবের প্রদর্শনী তুলে ধরেন। কার্নিভালে অংশগ্রহনকারী ক্লাব গুলোর মধ্যে সার্বিক উপস্থাপনার ওপর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী ক্লাব গুলোকে পুরস্কৃত করা হবে। বিশালগড়ের বুকে প্রথমবারের মতো মায়ের বিদায় কার্নিভাল উপভোগ করতে ভিড় জমান আবালবৃদ্ধবনিতা। ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় আরক্ষা প্রশাসনকে। টিএসআর সিআরপিএফ সহ পুলিশ, মহিলা পুলিশ মোতায়েন ছিল। এল ই ডি স্ক্রিনে গোটা অনুষ্ঠান পর্ব সরাসরি সম্প্রচার করায় সুবিধা হয়েছে দর্শনার্থীদের। কার্নিভালে প্রদর্শন শেষে ক্লাবগুলো প্রতিমা নিয়ে চলে যায় বিজয় নদের বিসর্জন ঘাটে। সেখানে অভূতপূর্ব ব্যবস্থাপনা ছিল পুর পরিষদের। ক্রেনের সাহায্যে প্রতিমা গাড়ি থেকে নামিয়ে নদীতে বিসর্জন করা হয়। সেখানে পুর পরিষদের শ্রমিকরা যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন। কার্নিভালের উদ্বোধক বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন এবারের পূজায় বিশালগড়ে বাড়তি উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। পূজা আয়োজনের পাশাপাশি সামাজিক কাজে অংশ নিয়েছে ক্লাবগুলো। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ প্রশাসন বিনিদ্র রাত জেগে কাজ করেছে। প্রথমবারের মতো কার্নিভাল সফল করতে মহকুমা প্রশাসন, পুর পরিষদ, বিদ্যুৎ দপ্তর, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্বগ, সাংবাদিক বন্ধুরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। এরজন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

হানা

● প্রথম পাতার পর

মাদুরাইতে নিয়ে যায় প্রো কাবাডি খেলাবে বলে। কিন্তু সেখানে গিয়ে সাগর দেখতে পায় যে রাজ্য টিমের নাম করে বহিরাজ্যের খেলোয়াড়দের ত্রিপুরার খেলোয়াড়ের নাম দিয়ে খেলাচ্ছে সচিব রূপক দেবরায়। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানানোয় শেষ পর্যন্ত সাগরকে খেলতে দেওয়া হয়নি। এমনই তার পর থেকে তার উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে সচিব রূপক দেবরায়, এমনই অভিযোগ উঠেছে।
তার বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ নাবালক সাগরকে চেন্নাইয়ে একা ফেলে রেখে রাজ্যে ফিরে আসেন রূপক দেবরায়। শেষ পর্যন্ত কোনো প্রকারে সাগর অচেনা মানুষের সাহায্য নিয়ে রাজ্যে এসে পৌছায়। দুর্গোৎসবের কারনে খেলোয়াড়রা চুপ থাকলেও শুক্রবার প্রত্যেক খেলোয়াড়রা রূপক দেবরায়ের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।
একটা সময় ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ আধিকারিক। পুলিশ রূপক দেবরায়কে না পেয়ে বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালায়। তার স্ত্রী জানান তিনি নাকি রাজ্যে নেই। যদিও পুলিশ আইনী উপায়ে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রাখবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে খেলোয়াড়দের তরফে অবিলম্বে সচিব রূপক দেবরায়কে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে।

নাগাল্যান্ডে অলিম্পিক ও প্যারা অলিম্পিক গেমস নিয়ে জোর প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। হাতে রয়েছে আরও দুই মাস। তবে অলিম্পিক ও প্যারা অলিম্পিক গেমস বলে কথা। অংশ গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

অনেকটা এই উদ্দেশ্যেই নাগাল্যান্ড অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে বিষয়টা সব রাজ্যগুলোকে জানানো হচ্ছে। আগামী বছর ৮ থেকে ১৩ জানুয়ারি নাগাল্যান্ড অলিম্পিক এবং প্যারা অলিম্পিক গেমস ২০২৪ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কয়েকটি ইভেন্টের খেলা কদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যাবে। এই উত্তরপূর্ব অলিম্পিক গেমসে মূলত পনেরোটি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হবে।

সেগুলো হলো: আর্চারি, অ্যাটলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, বক্সিং, ফুটবল, তাইকুন্ডু, টেবিল টেনিস, টেনিস, রেসলিং, ভলিবল, বেল্ট রেসলিং, সেপাক টাকরৌ, উশু,

এবং প্যানাক সিলাট। প্রতিটি রাজ্যের স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন কে এ বিষয়ে পৃথকভাবে অবহিত করা হচ্ছে।

প্যারা অলিম্পিক ইভেন্টগুলো নিয়েও পৃথকভাবে প্যারা অলিম্পিক কমিটি দ্বারা জানানো হচ্ছে। কোন কোন ইভেন্টে পদক রয়েছে, তাও যথাসময়ে জানানো হবে। নাগাল্যান্ডের ১৬ টি জেলাতেই ইভেন্ট গুলো আয়োজনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। খেলোয়াড়দের দলগত এবং ব্যক্তিগত রেজিস্ট্রেশন পর্ব সেরে নিতে হবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অনলাইনে, ১লা ডিসেম্বর থেকে তা শুরু হয়ে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করার কাজটি শেষ করে নিতে হবে। খেলোয়াড়ের নাম রেজিস্ট্রেশন করা হলে তা পরবর্তী সময়ে পরিবর্তন করা যাবে না। গেমস পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিটি রাজ্যের খেলোয়াড় ও অফিসিয়াল দের থাক, খাওয়া, স্থানীয় যাতায়াত ইত্যাদি করবে। রাজ্যের খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতায় রিপোর্ট করা এবং প্রতিযোগিতার শেষে কোহিমা ত্যাগ করার দিনক্ষণ পরবর্তী সময়ে পৃথকভাবে জানানো হবে।

মুস্তাক আলী : শেষ ম্যাচেও হেরে কার্যত লাস্ট বয় ত্রিপুরার বিদায়

কর্ণাটক: ২২৪/৭(২০) ত্রিপুরা: ১৫৬/১০(১৮.১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। শেষ ম্যাচে পরাজয়ের গ্লানি গায়ে মেখেই ফিরছে ত্রিপুরার সিনিয়র ক্রিকেটাররা। কার্যত লাস্ট বয়ের তকমা পিঠে লাগিয়ে এবারের মত সৈয়দ মুস্তাক আলী জাতীয় ক্রিকেট সিনিয়র টি-টোয়েন্টি অভিযান শেষে টিকিট কেটে নিয়েছে ঘরে ফেরার জন্য। দেরাদুনে অভিমন্যু ক্রিকেট একাডেমিতে আজ, শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটায় গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচ কর্নাটকের ছেলেরা ত্রিপুরা দলকে নিয়ে এক প্রকার ছেলে খেলা খেলেছে। গ্রুপ লিগে ২১ টি ম্যাচের মধ্যে কর্ণাটক সর্বাধিক রেকর্ড পরিমাণ ২২৫ রানের টার্গেট রেখেছিল ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের সামনে। দলের পক্ষে শ্রীজিতের ৬৭ রান, দেবদত্তের ৫৯ রান এবং অভিনব মনোহরের ৪০ রান উল্লেখযোগ্য। জবাবে ত্রিপুরা ১৮.১ ওভার খেলে ১৫৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরা দলের মনি শংকর মুরাসিং সর্বাধিক ৫৬ রান পায় ৩৩ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। ওপেনার বিক্রম কুমার দাসের ব্যাটে ৩৮ রান ছাড়া আর কেউ তেমন রান সংগ্রহ করতে পারেনি। এদিকে দিনের অপর খেলায় তামিলনাড়ু ৭৩ রানের ব্যবধানে নাগাল্যান্ড কে এবং মধ্যপ্রদেশ চার উইকেট এর ব্যবধানে উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করেছে।

গোয়ায় ৩৭তম জাতীয় গেমসে ত্রিপুরার প্রতিষ্ঠার রৌপ্য পদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। ত্রিপুরার জিমন্যাস্ট প্রতিষ্ঠা সামন্ত জাতীয় গেমসে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে। ত্রিপুরার দুই জন মহিলা জিমন্যাস্ট জাতীয় গেমসের জিমন্যাস্টিক ইভেন্টে ভল্টিং টেবিলের ফাইনালে উঠলেও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে রৌপ্য পদক বিজয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা সামন্ত দারুন সাফল্য পেয়েছে। অপর জিমন্যাস্ট সঞ্চিতা মজুমদার ভল্টিং টেবিলে সপ্তম স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, বেশ জমজমাট এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার গোয়ায় ৩৭ তম জাতীয় গেমসের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গোয়ার মারগাও তে পন্ডিত জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে এদিন সন্ধ্যায় ১৬ দিনব্যাপী ৩৭তম ন্যাশনাল গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। ২৮টি রাজ্যের ১০ হাজারেরও বেশি অ্যাথলেট ও অফিসিয়াল ন্যাশনাল গেমসে অংশ নিয়েছেন। পদক তালিকায় এ পর্যন্ত ২৭ টি রাজ্যের নাম উঠেছে। তবে ত্রিপুরার স্থান আপাতত ২৩ তম স্থানে, একটি মাত্র রৌপ্য পদক পেয়ে।

সিনিয়র মহিলাদের জাতীয় টি-২০ আজ আসাম জয়ে মরিয়া ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যে আগামীকাল মাঠে নামবেন অন্নপূর্ণা দাস-রা। প্রতিপক্ষ আসাম। তিরুবন্তপুরমের সেন্ট জেভিয়ার্স কে সি এ ক্রিকেট মাঠে হবে ম্যাচটি। জাতীয় সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। দুদলেরই আপাতত ৫ ম্যাচ খেলে ঝুলিতে রয়েছে ৮ পয়েন্ট। মনিপুরের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় মানসিকভাবে কিছুটা হলেও চাঙ্গা করেছে ত্রিপুরা দলকে। ফলে শক্তির বিচারে কোনও দলকেই তেমন ভাবে এগিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

তবে যে দলের ব্যাটসম্যান-রা ২২ গজে নিজেদের মেলে ধরতে পারবেন সেই দলই আগামীকাল জয় পাবে আশা করছেন ক্রিকেট প্রেমীরা। শেষ ম্যাচে মৌটুসী দে, ঋজু সাহা এবং দলনায়িকা আন্নপূর্ণা দাস ব্যাট হাতে জ্বলে উঠেছিলেন। ওই ৩ জনের পাশাপাশি আসাম ম্যাচে ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ এবং অম্বিকা দাস-কেই ব্যাট হাতে জ্বলে উঠতে হবে। শুক্রবার সকালে জিমে কাটান ক্রিকেটাররা। প্রায় দেড় ঘন্টা শারীরিক কসরত করেন মৌটুসী দে-রা। অসম জয় নিয়ে আশাবাদী ত্রিপুরার শিবির। গোটা দলই চাইছে অসম জয় করে হরিয়ানা ম্যাচের আগে মানসিকভাবে আরও চাঙ্গা হয়ে উঠতে। দলনায়িকা অন্নপূর্ণা-র কথাবার্তায় আত্মবিশ্বাসের সুর। জয় পেতে মরিয়া গোটা শিবিরই। তবে বিশ্বাস করেন, এর জন্য গুরুদায়িত্ব নিতে হবে ব্যাটসম্যানদেরই।

দলে অমিত, দানবীর : মনিপুর জয় দিয়েই আজ শুরু করবে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। প্রথম তিনটি ম্যাচের জন্য দলে আরো দুজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়ারকে অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে তারা হলো অমিত আলী ও দানবীর সেন। ত্রিপুরা দলের প্রস্তুতি এমনিতে চূড়ান্ত। হরিয়ানায় পুরুষদের অনূর্ধ ২৩ স্টেট-এ ট্রফি এক দিবসীয় ২০২৩-২৪ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লিগের খেলা শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। এই গ্রুপে লিগ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সাতটি দলের মধ্যে ছটি দলের তিনটি ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৫০ ওভারের খেলা। ত্রিপুরা মনিপুরের ম্যাচ হবে লাহলিতে চৌধুরী বংশী লাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। একই সময়ে ঝাঁঝরে শেওয়াগ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল গ্রাউন্ডে ছত্তিশগড় খেলবে গোয়ার বিরুদ্ধে। সুলতানপুরে গুরুগ্রাম ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মুম্বাই খেলবে ওড়িশার বিরুদ্ধে। মনিপুরের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ত্রিপুরা দলকে আরো কিছুটা শক্তিশালী করে নেওয়া হয়েছে নির্ভরযোগ্য দুজন ক্রিকেটার অমিত আলী ও দানবীর সিং কে দলে নিয়ে। ছেলেরা আজও প্রয়োজনীয় হালকা প্র্যাক্টিস করেছে। আগামীকাল প্রথম ম্যাচে মণিপুরের পর, ৩০ অক্টোবর ওড়িশা, ১ নভেম্বর গুজরাট, ৩ নভেম্বর ছত্তিশগড়, ৭ নভেম্বর গোয়া এবং ৯ নভেম্বর ত্রিপুরা গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে শক্তিশালী মুম্বাই-এর বিরুদ্ধে। দলনায়ক আনন্দ ভৌমিকও যথেষ্ট আশাবাদী মরশুমে সাফল্য পাওয়া নিয়ে। ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটাররা হলো: আনন্দ ভৌমিক (অধিনায়ক), সন্দীপ সরকার (সহ অধিনায়ক), তন্ময় দাস, শচীন শর্মা, রোহিত ঘোষ, দুর্লভ রায়, অরিন্দম বর্মন, আরমান হুসেন, সাহিল সুলতান, রিয়াজ উদ্দিন, অভিজিৎ দেববর্মা, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, দ্বীপেন বিশ্বাস, কাজল সূত্রধর, প্রলয় দাস, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, স্বরাব সাহানি, চন্দন রায়, অর্কজিৎ জাস, সেন্টু সরকার, অমিত আলী ও দানবীর সিং।

মেট্রিক্স আন্তর্জাতিক তৃতীয় রেটিং দাবায় এন্ট্রির শেষ দিন ৩০ শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। এন্টি নেওয়ার শেষ দিন ৩০ অক্টোবর। মেট্রিক্স চেস আকাদেমি আয়োজিত তৃতীয় বর্ষ অপর্ণা দত্ত স্মৃতি প্রাইজমানি আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার। ১-৬ নভেম্বর হবে আসর।

এন এস আর সি সি-র যোগা হলঘরে। আসরকে ঘিরে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। ওই আসরে অংশ নিতে আপাতত দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ১৫০ জন দাবাড়ু এন্টি নিয়ে নিয়েছেন। অংশ নেওয়া দাবাড়ুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রদীপ তেওয়ারি (১৮৫৪), রাহুল সোরম সিং(১৮২৩), অজয় কুমার রাই (১৮০৬), রাজদীপ দাস (১৭৬৮), কিষান কুমার (১৭৬৬), আর্শিয়া দাস (১৭০৬) এবং স্নেহাল দাস (১৬৯২) প্রমুখ। জানা গেছে, কলকাতা, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আরও প্রতিভাবান দাবাড়ুরা আসরে অংশ নেবেন। রাজ্যে থেকেই কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের দাবার আসরে ত্রিপুরার দাবাড়ুদের খেলার সুযোগ করে দিয়েছে মেট্রিক্স চেস আকাদেমি। অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের মেট্রিক্স চেস আকাদেমির কোচ কিরীটী দত্ত-র (৭০০৫২৯১৯৭৬) কাছে নাম নথিভুক্ত করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

সিনিয়র মহিলা টি-২০, এ-গ্রুপ : পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
পাঞ্জাব	৫	৫	০	০	২.৬০৮	২০
রেলওয়েজ	৫	৩	১	১	২.৯১৯	১৪
হরিয়ানা	৫	৩	২	০	১.৪১৯	১২
আসাম	৫	২	২	১	০.২০৪	১০
ঝাড়খন্ড	৫	২	২	১	-০.২২২	১০
ত্রিপুরা	৫	১	২	২	০.৪০৪	৮
বিহার	৫	১	৩	১	-২.১৫৬	৬
সিকিম	৫	০	৫	০	-৪.২৪০	০

পূর্বোত্তর চেস ফোরামের সহসভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। নির্বাচিত হলেন সহ সভাপতি পদে। পূর্বোত্তর চেস ফোরামের। রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু। বৃহস্পতিবার অরুনাচল প্রদেশে এক সভায় পূর্বোত্তর চেস ফোরাম গঠিত হয়। মূলত পূর্বোত্তরের দাবাকে আরও কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা মাথায় রেখেই গঠিত হয় ওই ফোরাম। তাতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রশান্ত কুন্ডুকে সহসভাপতি নির্বাচিত করা হয়। রাজ্যের দাবা প্রেমীরা আশা করছেন, ত্রিপুরার দাবাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বড় ভূমিকা পালন করবেন প্রশান্ত কুন্ডু। রাজ্য দাবা সংস্থার পাশাপাশি দাবাড়ুরাও অভিনন্দন জানান রাজ্য সংস্থার সভাপতিকে। প্রসঙ্গত: ওই রাজ্যেই ২১ তম পূর্বোত্তর রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা শুক্রবার শেষ হয়েছে।

মহিলা অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে ২৬ জনকে নিয়ে প্রস্তুতি শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। অনূর্ধ ১৫ মহিলা বাছাইকৃত ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

বিসিসিআই সিজন ২০২৩-২৪ এ অনুষ্ঠিতব্য টুর্নামেন্টের জন্য ত্রিপুরা দলের হয়ে খেলতে অনূর্ধ ১৫ সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের প্রিপারেটরি ক্যাম্প তথা প্রস্তুতি শিবিরের জন্য ২৬ জনকে ডাকা হয়েছে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সচিব জয়ন্ত দে ক্রিকেটারদের নাম ঘোষনা করেন।

নির্বাচিত ক্রিকেটাররা হলো: সায়ন্তিকা নমঃ দাস, পূর্ণিমা দেবনাথ, স্নেহা দত্ত, মহিমা রবিদাস, সুস্মিতা বসাক, চন্দ্রা দেব, মিষ্টু মালাকার, স্নেহা সরকার, অর্পিতা সরকার, দীপা নমঃ দাস, নিবেদিতা দাস, অমৃতা দাস, দীপিকা পাল, অসীমা সরকার, অঙ্কিতা তাঁতি উড়িয়া, মধুমিতা সরকার, রুমা সরকার, বিজিতা দাস, নন্দিতা দাস, রিয়া সরকার, রেবিকা নোয়াতিয়া, ইন্দ্রা বড়ুয়া, পল্লবী মাগার, পায়েল ত্রিপুরা, সুস্মিতা তেলী ও দিয়া দাস। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছেন লোকেল ম্যানেজার অনামিকা দেবনাথ, কোচ নারায়ণ চন্দ্র দেব, অনুপ কুমার দাস, ফিজিও হিরালী দেববর্মা, ট্রেইনার অচিন্ত্য চক্রবর্তী। বাছাইকৃত প্রত্যেককে আগামী ১ নভেম্বর দুপুর ১২টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

মহিলা অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেট : প্রস্তুতি শিবিরে ২৪ জনকে ডাকা হলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। অনূর্ধ ২৩ মহিলা বাছাইকৃত ক্রিকেটারদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। বিসিসিআই সিজন ২০২৩-২৪ এ অনুষ্ঠিতব্য টুর্নামেন্টের জন্য ত্রিপুরা দলের হয়ে খেলতে অনূর্ধ ২৩ সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের প্রিপারেটরি ক্যাম্প তথা প্রস্তুতি শিবিরের জন্য ২৪ জনকে ডাকা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে সম্ভাব্য রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন। অনূর্ধ ২৩ মহিলা বিভাগে সম্ভাব্য রাজ্য দলটি হল: অন্বেষা দাস, অনামিকা দাস, মমিতা দেব, প্রিয়াঙ্কা সাহা, প্রিয়া সূত্রধর, অন্তরা দাস, মেঘা সরকার, হিরামনি গৌড়, প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া, শিল্পী দেবনাথ, নিবেদিতা দাস, দেবাদৃতা দেব, নিকিতা সরকার, প্রিয়া ত্রিপুরা, পূজা পাল, পূজা দাস, তনুশ্রী সাহা, দেবযানী দেব, রুমা দাস, জুয়েল ভাওয়াল, সেবিকা দাস, কৃত্তিকা কর্মকার, গঙ্গাতি ত্রিপুরা, অনন্যা দেবনাথ। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছেন লোকেল ম্যানেজার অনামিকা দেবনাথ, চীফ কোচ সন্দীপ দাহাদ, কোচ দেবব্রত চৌধুরী, ফিজিও পাপিয়া দেবনাথ, ট্রেইনার অজিতাভ নাথ। বাছাইকৃত প্রত্যেককে আগামী ৩০ অক্টোবর বেলা ২ টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

আসামী উপস্থিত হইবার ঘোষণাপত্র

Ref :- Baikhora P.S. Case No 20022BKR018 Dated 24-06-2023
U/S 420/468/471/406/34 IPC

শ্রী সুমন মজুমদার, পিতা শ্রী সুকুমার মজুমদার, সাং- পূর্ব চড়কবাই, থানা - বাইখোড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা উল্লেখিত আসামী বাইখোড়া পি এস কেইস নং - ২০২২বিকেআর০১৮ নং মোকাদ্দমায় অভিযুক্ত এবং গ্রেপ্তার এরানোর জন্য পলাতক। এতদ্বারা উক্ত আসামীকে আদেশ করা যায় যে অতি সত্বর মাননীয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগ ঠিকানা
১) এস পি (ডিআইবি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা বিলোনীয়া
ফোন নম্বর ঃ ০৩৮২৩ ২২২০৫২
৯৪৮৫১৪৭৮২৯ / ৭৬২৮০০৭০৭৯
২) বাইখোড়া থানা - ৭০৮৫৮৭৮৮৮৫

Superintendent of Police
South Tripura District

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

মূল্যবৃদ্ধির ছেঁকা খেয়েও ধনদেবীর আরাধনায় বাজারমুখী জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। সবেমাত্র শারদোৎসব শেষ হয়েছে, তার রেষ কাটতে না কাটতেই কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামীকাল প্রতিটি ঘরে ঘরে পুজিত হবেন মা লক্ষ্মী। ধনদেবীর আরাধনায় রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে যাবতীয় প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। পুজোর যাবতীয় উপকরণের দাম শুনলে মূল্যবৃদ্ধির ছেঁকা লাগছে। সবজি থেকে ফল, সব কিছুরই দাম উর্ধমুখী। তবুও, বাজারে সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে।

বাঙালি ধর্মপ্রাণ জনগণ মেতে উঠবে আরও একটি উৎসবের আনন্দে। ঘরে ঘরে পূজিত হবে মা লক্ষ্মী। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বাজারগুলিতে জমজমাট প্রস্তুতি। বাজারে দেবী মূর্তি নিয়ে হাজির হচ্ছেন বিক্রেতারা। ফুল, বেলপাতা থেকে পুজোর যাবতীয় উপকরণ এখন বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। তবে দাম শুনলে গৃহস্থের গায়ে ফোস্কা লাগছে। কারণ, সবজি থেকে ফল, সব কিছুরই দাম উর্ধমুখী।

জনৈক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মতে, লক্ষ্মীপূজার বাজার মন্দা। গত বছরের তুলনায় এবছর কম দামে বিক্রি হচ্ছে লক্ষ্মী প্রতিমা। মায়ের প্রতিমা তৈরী করতে বিভিন্ন সমগ্রীর মূল্য অনুযায়ী প্রতিমার মূল্য তেমন পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানান তিনি।

আরও এক ব্যবসায়ী জানান, গতবছরের তুলনায় এবছর বাজার ভালো। পুজো উপলক্ষ্যে সব কিছুরই দাম উর্ধমুখী, কিন্তু বাজারে জিনিসের চাহিদা রয়েছে।

স্মারকপ্রাপ্তির জন্য নাগরিকদের নিলামে যোগ দেওয়ার ডাক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর প্রাপ্ত স্মৃতিস্মারক গুলির নিলামিতে নাগরিকদের যুক্ত হতে নিলামের ডাক দিয়ে সেই স্মৃতিস্মারক গুলি জিতে নিতে উৎসাহিত করেন। শ্রী মোদী জানিয়েছেন যে, এর থেকে যা আয় হবে তা 'নমামি গঙ্গে' কে উৎসর্গ করা হয়েছে। তিনি তার এক্স পোস্টে এই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রী এক্স এ পোস্টে লিখেছেন:
'আমি বছরের পর বছর ধরে যে স্মৃতিস্মারক গুলি পেয়েছি তার নিলামে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেখে আমি বাস্তবে সত্যি আনন্দিত। যেমনটা আপনারা জানেন, প্রাপ্ত আয় নমামি গঙ্গে কে উৎসর্গ করা হয়েছে। আমি অনুগ্রহপূর্বক সকলকে এতে অংশগ্রহণ করতে এবং আমার প্রাপ্ত কিছু স্মারক গুলির জন্য নিলামে ডাক দিতে উৎসাহিত করছি।'

শুক্রবার ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে সস্ত্রীক পুজো দিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। ছবি নিজস্ব।

গাজায় ফের নতুন অভিযানের কথা প্রকাশ ইজরায়েলের সেনা

তেল আভিভ, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : ফের গাজার ভূখণ্ডে ঢুকে অভিযান চালাল ইজরায়েলের সেনা ! উত্তরাঞ্চলের পর এবার গাজার মধ্য এলাকায় ঢুকে জঙ্গিদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেনা। এই অভিযানে বেশ কয়েকজন হামাস জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবি ইজরায়েলের। তবে অভিযান সেরে ফের ইজরায়েলে ফেরত গিয়েছে এই বিশেষ বাহিনী। অন্যদিকে, হামাসকে রুখতে নতুন ধরনের স্পঞ্জ বোমা বানাচ্ছে ইজরায়েল।বৃহস্পতিবার ইজরায়েল জানিয়েছিল,"সংঘর্ষের পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতি হিসাবে গাজার উত্তরদিকে অভিযান চালিয়েছে ইজরায়েলের সেনা। ট্যাঙ্ক ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে জঙ্গিদের ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে। তবে এই অভিযান শেষ করে এলাকা ছেড়ে ইজরায়েলে ফিরে এসেছে সেনা।" শুক্রবার ফের নতুন অভিযানের কথা প্রকাশ করেছে ইজরায়েলের সেনা। গাজা ভূখণ্ডের মধ্যভাগে হামাস জঙ্গিদের ডেরা লক্ষ্য করে অপারেশন চালানো হয়েছে।

শ্রীলংকা সফরে রাজ্যের সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। শ্রীলংকা প্রেস এসোসিয়েশনের (এসএলপিএ) ৬৮তম বার্ষিক সম্মেলনে যাচ্ছেন সাংবাদিক দেবাশিস মজুমদার। সম্মেলনে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে যোগ দিতে যাচ্ছেন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস (আইএফডব্লিউজে) এর জাতীয় পরিষদের সদস্য দেবাশিস মজুমদার। আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৩ থেকে কলম্বোতে শুরু হচ্ছে এসএলপিএ''র এই বার্ষিক সম্মেলন। আইএফডব্লিউজে এর দশ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলকে এই সম্মেলনে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তথা রাজ্য থেকে প্রথম কোনো সাংবাদিক শ্রীলংকা সফরে যাচ্ছেন। ৬ নভেম্বর সফর শেষে দেশে ফিরবেন আইএফডব্লিউজের প্রতিনিধিদলটি।

মেরি মাটি মেরা দেশ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ৮০০ স্বেচ্ছাসেবক দিল্লির উদ্দেশে রওয়ানা দিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ৩০ এবং ৩১শে অক্টোবর দিল্লিতে জাতীয় স্তরে মেরি মাটি মেরা দেশ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে নেহেরু যুব কেন্দ্রের প্রায় আটশ স্বেচ্ছাসেবক আজ এক বিশেষ ট্রেনে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ গুয়াহাটি রেল স্টেশনে দিল্লীগামী এই প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিশ্ব শর্মা এই বিশেষ ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন।

উল্লেখ্য, মেরি মাটি মেরা দেশ শীর্ষক জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রাজ্যের প্রত্যেক ব্লক থেকে চাল ও মাটি সংগ্রহ করে তা ৫৮টি মাটির কলসে ভর্তি করে নেহেরু যুব কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকরা গতকাল আগরতলা রেল স্টেশন থেকে যাত্রা করেছেন।

স্বেচ্ছাসেবকরা সাথে করে জলও নিয়ে যাচ্ছেন। যা দিল্লির কর্তব্যপথে তৈরি হতে যাওয়া অমৃতবাটিকাতে উৎসর্গ করা হবে। জাতীয় স্তরের এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নেহেরু যুব কেন্দ্রের রাজ্য অধিকর্তা জবা চক্রবর্তী এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কার্নিভালে ৫১টি প্রতিমা নিরঞ্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। মায়ের গমন-কার্নিভালে দশমীঘটে মোট ৫১টি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে। এর মধ্যে গতকাল রাতে ৪৫টি এবং ভোরে ৬টি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে।

প্রসঙ্গত, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গত বছর থেকে এক উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা নিয়ে এই কার্নিভালের শুরু হয়েছিল। এই কার্নিভাল রাজ্যের জনগণের মধ্যে একটা আনন্দ ও উচ্ছাস সৃষ্টি করেছিল। এবছরও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে কার্নিভালের আয়োজন করেছে। গতকাল মায়ের গমন-কার্নিভালের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি-সংস্কৃতি জাতি ও জনজাতিদের মধ্যে সুদৃঢ় মেলবন্ধন গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। এখানকার বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যে শান্তির পরিবেশ বজায় রয়েছে। ফলে এবছর দুর্গাপূজার সংখ্যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এবছর সারা রাজ্যেই শান্তি ও সুশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে দুর্গাপূজা আয়োজিত হয়েছে।

গত বছরের মতো এবছরও অনেকগুলি ক্লাব ও সংস্থা মায়ের গমন (কার্নিভাল) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। মায়ের গমন-কার্নিভালে দশমীঘটে মোট ৫১টি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে। এর মধ্যে গতকাল রাতে ৪৫টি এবং ভোরে ৬টি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে।

বিলোনিয়ায় মায়ের বিসর্জন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি বিলোনিয়া, ২৭ অক্টোবর।। শুক্রবার বিকাল ৪ টায় আদর্শ পল্লী সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সার্বজনীন দুর্গাপূজার বিসর্জন অনুষ্ঠিত হয়। আজ মায়ের বিদায় বেলায় অশ্রু সজল নয়নে বিদায় জানালেন এলাকার ৮ থেকে ৮০ সকল বয়সের মা বোনরা এবং এলাকার সকল মায়ের ভক্তরা। এদিন মায়ের বিদায় বেলায় ঢাকের তালে উলুধ্বনি শঙ্কর ধ্বনিও গানে নাচে ঋষ্যমূখ আদর্শ পল্লী সামাজিক সংস্থার আয়োজিত শহীদবেদী এলাকায় পূজিত দেবী দুর্গাকে রেলি করে বাজারের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে গৌরাছড়া নদীর দশমী ঘাটে নিরঞ্জন করা হয় মা দেবী দুর্গাকে, রেলিতে এলাকার মা-বোনরা গান ও নাচের তালে গৌরাছড়া নদীর দশমী ঘাটে মায়ের নিরঞ্জনে আনন্দের কোন রকম খামতি ছিলনা,এলাকার সকল অংশের জনগণ ও ভক্ত প্রাণ মা-বোনরা চার দিন যাবত মায়ের পূজায় ব্রতী হয়ে আজ বিদায় বেলায় অশ্রু সজল নয়নে আবার একটি বছরের অপেক্ষায় মাকে বিদায় জানালেন, সকলের একটাই কামনা ও আশা সুখে রেখো আনন্দে রেখো শান্তিতে রেখো মা তোমার সকল সন্তানকে, আসছে বছর আবার হবে এই প্রত্যাশায় মায়ের বিদায়ের বিষাদের সুরে গৌড়াছড়া নদীর দশমী ঘাট আবার একটি বছরের অপেক্ষায় বিদায় জানালো মা দেবী দুর্গাকে।

নদী থেকে ভেসে উঠল নিথর দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। চার দিনের মাথায় নদী থেকে ভেসে উঠল এক বিজেপি কর্মীর লাশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শুক্রবার লঙ্গাই নদী থেকে ভেসে উঠল বর্তমান পাথারকান্দি সমষ্টির বুরুঙ্গা জিপির সাত নং ওয়ার্ড মেম্বারের প্রতিনিধি বিজেপি কর্মী তথা বিগত দিনের দুবারের নির্বাচিত ওয়ার্ড মেম্বারের লাশ। তিনি বিজেপি দলের বুথ সভাপতিও ছিলেন। মৃত ব্যক্তির নাম আব্দুল সাত্তার(৪২)। উনার স্ত্রী সহ দুটি সন্তান রয়েছে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত খুনের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। শুক্রবার সকালে স্থানীয় পহেলামুলি এলাকার লঙ্গাই নদীতে এক ব্যক্তির লাশ ভাসতে দেখে এলাকার জনমনে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে পচন ধরা লাশটি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পরিবার সূত্রে খবর, গত মহানবমীর দিন অর্থাৎ সোমবার থেকে তিনি বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পরে পরিবারের পক্ষে পাথারকান্দি থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত এজাহার দায়ের করা হয়। কিন্তু যথা সময়ে এ কান্ডে পুলিশ তদন্তে নামেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। মৃতের পরিবারের ধারনা আব্দুল সাত্তারকে কে বা কারা অপহরণ করে শেষে খুন করে মৃতদেহ গুম করার জন্য লঙ্গাই নদীর জলে ফেলেছে। ঘটনায় মৃতের পরিবারের লোকেদের অভিযোগ এই মৃত্যুর পেছনে কোনো রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে। পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

বিশালগড়ে লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ ধৃত দুই নেশাকারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ অক্টোবর।। শুক্রবার বিকাল তিনটায় বিশালগড় রাউৎখলা স্থিত কালি মন্দিরের সামনে একটা বাইক ও গাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ছয় গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ একশো খালি কন্টেইনার এবং নগদ নয় হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা উদ্ধার করে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিশালগড় থানার পুলিশের কাছে গোপন খবর ছিল রাউৎখলা কালি মন্দিরের কাছে দুই নেশা কারবারির মধ্যে নেশার আদান প্রদান হতে চলেছে।সেই সুবাদে বিশালগড় থানার পুলিশ সিভিল পোশাকে উক্ত এলাকায় বাইক ও গাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়।এই অভিযানে পুলিশ অভিজিৎ সাহা ওরফে ভিকি এবং বিষ্ণু দাস নামক দুই নেশা কারবারিকে ছয় গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ একশো খালি কন্টেইনার এবং নগদ নয় হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা সহ আটক করেন। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর কালো বাজারে মূল্য আনুমানিক এক দেড় লাখ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস। শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার সাংবাদিক সম্মেলন করে ওসি তাপস দাস বলেন আটক দুই নেশা কারবারির বিরুদ্ধে এনডিপিএস মামলা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ এই নেশা কারবারের সাথে আরও কে কে যুক্ত আছে তা ইনভেস্টিগেশন করবে। অভিজিৎ সাহা ওরফে ভিকির বিরুদ্ধে আগেও একটি মামলা আছে বলে জানান ওসি তাপস দাস।তাছাড়া আগামী দিনেও এমন নেশা বিরোধী অভিযান চলবে বলে জানান বিশালগড় থানার ওসি। পুলিশের এমন ধরনের অভিযানে খুবই খুশি সাধারণ মানুষ। কেননা এই বিধ্বংসী নেশার কবলে ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বর্তমান যুব সমাজ।

পুর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের শারদ সম্মাননা আগামী ২৯ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। সদ্য সমাপ্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আগামী ২৯ অক্টোবর আগরতলা পুর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে এই বছরও শারদ সম্মাননা প্রদান করা হবে। শুক্রবার আগরতলা পুর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ড অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সংবাদ জানান নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। সাথে উপস্থিত ছিলেন নিগমের দক্ষিন জোনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক সহ অন্যান্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনে নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত জানান, ২৯ অক্টোবর শারদ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা, নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিধায়িকা মিনা রানী সরকার সহ অন্যান্যরা। এই বছর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ সজ্জার জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুস্কার প্রদান করা হবে যথাক্রমে মিলন চক্র ক্লাব, ত্রিবেণী সংঘ ও উদীয়মান সংঘকে। শ্রেষ্ঠ মূর্তির জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুস্কার প্রদান করা হবে সমাজ কলান সংঘ, সেবক সংঘ ও প্রতাপগড় বয়েজ ক্লাবকে। স্বল্প বাজেটে শ্রেষ্ঠ পূজার আয়োজনের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুস্কার প্রদান করা হবে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব, সংঘশ্রী ক্লাব ও এম. বি.টিলা বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতিকে। শ্রেষ্ঠ পরিবেশ সচেতনতা মূলক প্রচারের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুস্কার প্রদান করা হবে আপন জন ক্লাব, ত্রিশক্তি ক্লাব ও দুর্গাপল্লী সামাজিক সংস্থাকে। বর্ষব্যাপী সামাজিক কাজের অঙ্গিকারের জন্য পুরুস্কার প্রদান করা হবে অরবিন্দ সংঘ, শুকতারা সংঘ ও ভারত মাতা ক্লাবকে। সুশৃঙ্খল পূজার আয়োজনের জন্য কৌরবস ক্লাব, মাস্টারদা সূর্যসেন যুব সংস্থা, ও নেতাজি ক্লাবকে পুরুস্কার প্রদান করা হবে। শ্রেষ্ঠ স্মরণিকা ঐকতানের জন্য জনকল্যাণ সমিতিকে পুরুস্কার প্রদান করা হবে। এছাড়াও বিশেষ পুরুস্কার প্রদান করা হবে ৬ টি ক্লাবকে। সেরার সেরা হিসাবে পুরুস্কার প্রদান করা হবে মৌচাক ক্লাবকে।

সরিষার তেল প্রদান রেশন শপে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। ন্যায্য মূল্যের দোকানে ভর্তুকি মূল্যে সরিষার তৈল সরবরাহের সূচনা করলেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।পূর্ব ঘোষিত অনুযায়ী আজ থেকে ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকানের ভর্তুকি মূল্যে রান্নার কাজে ব্যবহৃত সরিষার তৈল সরবরাহ সূচনা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রাজধানী আগরতলার কয়েকটি ন্যায্য মূল্যের দোকানে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর উপস্থিত থেকে উপভোক্তাদের হাতে লক্ষ্মী পুজোর প্রাক মুহূর্তে সরকারী ভর্তুকি মূল্যে সঠিক গুণমান সম্পন্ন রান্নার কাজে ব্যবহৃত সরিষার তৈল তুলে দিয়েছেন।

এদিন শ্রী চৌধুরী সুর চড়িয়ে বলেন, শারদোৎসবের প্রাক্কালে রাজ্যের সহজ-সরল জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ময়দানে নেমেছিল বিরোধীদল। বিভিন্নভাবে তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল। এদিন তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করেছেন, আগামী দীপাবলী উৎসবের আগে রাজ্যের প্রত্যেকটি ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে উপভোক্তারা তাদের সরকারী ভর্তুকি মূল্যে প্রাপ্য সরিষার তৈল হাতে পেয়ে যাবেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।